ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান এরদোগানের

সারে-জমিন

বায়ুসেনার জেট বিমান ভেঙে পড়ল খড়গপুরে

রূপসী বাংলা

অন্তর্বর্তী বাজেটে বঞ্চিত কৃষকরা! কোথায় তারা?

সম্পাদকীয়

১০০ দিনের বকেয়া প্রাপক তালিকায় চাকরিজীবীও

সাধারণ

রাজকোট টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন রাহুল

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
৩০ মাঘ ১৪৩০
৩ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 43 ■ Daily APONZONE ■ 14 February 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

বাংলার বকেয়া আদায়ে মোদিকে চিঠি রাহুলের

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে একশো দিনের কাজের প্রকল্পে বাংলার শ্রমিকদের বকেয়া বেতন মেটানোর আর্জি জানিয়েছেন।
চিঠিতে রাহুল লিখেছেন, সম্প্রতি ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় যোগ দিতে আসা বাংলার একশো দিনের কাজের শ্রমিকদের 'চরমদুর্দশার কথা' তিনি জানতে পেরেছেন। চিঠিতে তাই তিনি লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গ খেত মজদুর সমিতির মনরেগা-র কর্মীদের একটি প্রতিনিধি দল আমাকে তাদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবহিত করেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বজায় রাখতে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে ওঠার কর্তব্যের কথাও মনে করিয়ে দেন মোদিকে।
কেন্দ্রের তহবিল কীভাবে বাংলায় কাজের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়েছে, সে সম্পর্কে রাহুলের চিঠিতে বলা হয়েছে যে ২০২১-২২ থেকে ২০২৩-২৪ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় কাজ পাওয়া পরিবারের সংখ্যা ৭৫ লক্ষ পরিবার থেকে কমে ৮,০০০-এ দাঁড়িয়েছে। যদিও দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং প্রধান মুখপাত্র জয়রাম রমেশের মতো কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতারা এর আগে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন, তবে এই প্রথম রাহুল তহবিল স্থগিত রাখা নিয়ে মুখ খুললেন। মুখ্যমন্ত্রী সাম্প্রতিক মাসগুলিতে বাংলার বকেয়া আদায় নিয়ে যা বলে আসছেন তারই কার্যত প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে গত ১০ ফেব্রুয়ারি লেখা রাহুলের এই চিঠিতে। ফলে তখন জল্পনা শুরু হয়েছে, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি বাংলায় ইন্ডিয়া জোট অটুট রাখতে মমতার কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন কিনা। কংগ্রেস ও অন্যান্য জোটসঙ্গীদের সঙ্গে আসন সমঝোতায় বিলম্ব এবং বাংলায় তাঁর দুই আসনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা কংগ্রেসের রাজ্য নেতাদের আক্রমণে ক্ষোভ প্রকাশ করে মমতা সম্প্রতি ঘোষণা করেন, তৃণমূল একাই রাজ্যের ৪২ টি লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কিন্তু এখন রাহুলের এই চিঠি নিয়ে তৃণমূলের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া না এলেও দলের সূত্রের খবর, তারা মনে করছে এই চিঠি মমতাকে খুশি করবে। তৃণমূলের কেউই অবশ্য বলছেন না,এই চিঠি আসন বন্টন আলোচনা পুনরুজ্জীবিত করবে কিনা। অপরদিকে, বাংলায় তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য কংগ্রেস ও বামেরা আলোচনা শুরু করেছে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। রাহুলের চিঠিকে স্বাগত জানিয়েছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

কৃষক আন্দোলন ঘিরে ফের উত্তপ্ত দিল্লি সীমান্ত

কৃষক বিক্ষোভে কাঁদানে গ্যাস, লাঠি পুলিশের

আপনজন ডেস্ক: দেশে কৃষি পণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের (এমএসপি) আইনি স্বীকৃতির দাবিতে হাজার হাজার কৃষক 'দিল্লি চলো' যাত্রা শুরু করেছে। তবে পুলিশ রাজধানী দিল্লি অভিমুখী কৃষকদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর পাঞ্জাব ও হরিয়ানার হাজার হাজার কৃষক 'দিল্লি চলো' কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন।
মঙ্গলবার রাজধানী নয়াদিল্লি থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে হরিয়ানা রাজ্যের আম্বালা শহরের অদূরে কৃষকদের 'দিল্লি চলো' বিক্ষোভ কর্মসূচিতে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে পুলিশ।
এ ছাড়া পুলিশ ড্রোনের মাধ্যমে বিক্ষোভরত কৃষকদের মিছিলে কাঁদানে গ্যাস ফেলেছে।
কৃষকেরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে যাতে সামনে অগ্রসর হতে না পারেন, সে জন্য আশপাশের রাজ্য থেকে নয়াদিল্লি অভিমুখী তিনটি সড়কের মাঝখানে ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশ।
দিল্লি পুলিশের সহকারী কমিশনার রণজয় আত্রিশিয়া মঙ্গলবার বার্তা সংস্থাকে বলেন, 'সর্বোচ্চসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। দিল্লিতে পাঁচজনের বেশি জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'
দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ কৃষি পেশায় যুক্ত। এ কারণে দেশজুড়ে রাজনীতিতে বড় প্রভাব রয়েছে কৃষকদের এই আন্দোলনের।
আর কৃষকেরা নতুন করে এমন সময় বড় ধরনের এই বিক্ষোভ শুরু করলেন, যখন আগামী এপ্রিলে লোকসভার নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব অনুযায়ী, দেশটির ১৪০ কোটি মানুষের দুই-তৃতীয়াংশের জীবিকা কৃষি। আর দেশটির মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ আসে কৃষি থেকে।
তবে, আন্দোলন থেকে পিছিয়ে আসতে চাইছেন না কৃষক নেতারা। পাঞ্জাবের একজন শীর্ষ কৃষকনেতা সারওয়ান সিং সংবাদ সংস্থাকে বলেন, কৃষকেরা শান্তিপূর্ণ ছিলেন, কিন্তু এরপরও ড্রোনের মাধ্যমে তাদের নিশানা করে কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'সরকার আমাদের (কৃষকদের) দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।'
এদিন দেখা গেছে, রাজধানীর আশপাশের তিন রাজ্য—পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশ থেকে শত শত ট্রাক্টর নিয়ে কৃষকেরা নয়াদিল্লি অভিমুখে যাচ্ছেন। কৃষকদের অনেকে ট্রাক্টর দিয়ে সড়কে থাকা ব্যারিকেড সরিয়ে ফেলার কাজ করছেন। আর যেখানে সড়কে থাকা অবরোধ তুলে ফেলা যাচ্ছে না, সেখানে গ্রামীণ পথ ধরে ঘুরে ট্রাক্টর নিয়ে নয়াদিল্লির দিকে যাচ্ছেন কৃষকেরা।
দিল্লির অদূরে গাজিপুর এলাকায় পুলিশ সদস্যদের কয়েক স্তরের ব্যারিকেড দিয়েছেন। প্রথমে কাঁটাতারের বেড়া, এরপর ধাতব পদার্থ, তৃতীয় সারিতে কংক্রিটের ব্লক ও শেষে পুলিশ বাস ব্যবহার করে সড়কে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে।
রাজধানী দিল্লির সীমানা লাগোয়া বিজেপিশাসিত হরিয়ানা রাজ্যের পুলিশ জানিয়েছে, তারা কঠোর প্রস্তুতি নিয়েছে। এক বিবৃতিতে রাজ্য পুলিশ আরও দাবি করেছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।
তবে, ফসলের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণে একটি আইন প্রণয়ন করার দাবি জানাচ্ছেন কৃষকেরা। এ ছাড়া ঋণ মওকুফ ছাড়াও আরও কিছু দাবি রয়েছে কৃষকদের।
নয়াদিল্লি অভিমুখে এই বিক্ষোভে অংশ নেওয়া কৃষকের মধ্যে অনেকে হরিয়ানা রাজ্যের। রাজ্যটি থেকে নির্বাচিত কংগ্রেসের সংসদ সদস্য রণদীপ সুরজেওয়ালা বলেন, 'কাঁদানে গ্যাস ও বন্দুক ব্যবহার করার পরিবর্তে সরকারের কৃষকদের কথা শোনা উচিত।'
কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি আইন সংস্কারের উদ্যোগ নিলে প্রতিবাদে ২০২০ সালের নভেম্বরে বিক্ষোভ শুরু করেন ভারতের কৃষকেরা। সেবার দেড় বছরের বেশি সময় বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
বিশ্লেষকদের মতে, এই বিক্ষোভের কারণে ২০১৪ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

কৃষকদের উপর কাঁদানে গ্যাস ছোড়ার নিন্দা মমতা, ওয়াইসির

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার হরিয়ানায় প্রতিবাদী কৃষকদের উপর কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপের নিন্দা করেছেন এবং এটিকে কৃষকদের উপর "বিজেপির বর্বর আক্রমণ" বলে অভিহিত করেছেন।
ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিয়ে আইনের দাবিতে দিল্লির দিকে মিছিল করার সময় হরিয়ানা পুলিশ আম্বালার কাছে শম্ভুতে পাঞ্জাবের সাথে রাজ্যের সীমান্তে স্থাপিত ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করা কৃষকদের উপর কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করে।
তিনি বলেন, কৃষকরা যখন তাদের মৌলিক অধিকারের জন্য লড়াই করার জন্য কাঁদানে গ্যাসের শেলের উপর আক্রমণ করা হয় তখন আমাদের দেশ কীভাবে উন্নতি করবে? আমাদের কৃষকদের উপর বিজেপির নৃশংস আক্রমণের তীব্র নিন্দা করছি।
মমতা বলেন, তাদের প্রতিবাদ দমন করার পরিবর্তে বিজেপির উচিত তাদের স্ফীত অহংকার, ক্ষমতা-ক্ষুধার্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অপর্যাপ্ত প্রশাসনকে নত করার দিকে মনোনিবেশ করা, যা আমাদের জাতির ক্ষতি করেছে।
কৃষকদের আন্দোলনের প্রতি জনগণের সমর্থন চেয়ে মমতা বার্তা দেন, মনে রাখবেন, এই কৃষকরাই উচ্চতা এবং পরাক্রমের সঙ্গে আমাদের সকলকে টিকিয়ে রাখে। আসুন, সরকারি বর্বরতার বিরুদ্ধে কৃষকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দাঁড়াই।সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা (অরাজনৈতিক) এবং কিষাণ মজদুর মোর্চা ঘোষণা করেছিল যে কৃষকরা ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রণয়ন সহ তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে মঙ্গলবার দিল্লি যাবেন। সেই মতো তারা যাত্রা শুরু করায় দিল্লিতে সীমান্তে বহুস্তরীয় ব্যারিকেড, কংক্রিটের ব্লক, লোহার পেরেক এবং কন্টেইনারের দেয়াল দিয়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। কিছু সমর্থক ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে।
এই ঘটনায় অল ইন্ডিয়া মজলিস ইত্তেহাদ মুসলিমীনের প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি মোদি সরকারের সমালোচনা করে বলেন, এটা মোদি সরকারের ব্যর্থতা। তাদের উচিত ছিল এমএসপি-র আইনি গ্যারান্টির জন্য কৃষকদের দাবি পূরণ করা। তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশের সেনাবাহিনীর মতো প্রতিবাদ করতে কৃষকদের দিল্লি আসতে বাধা দিচ্ছে সরকার। তিনি অবিলম্বে কৃষকদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

শিক্ষক নিয়োগে সুপার নিউমেরিক পদ নিয়ে হলফনামা জমার নির্দেশ

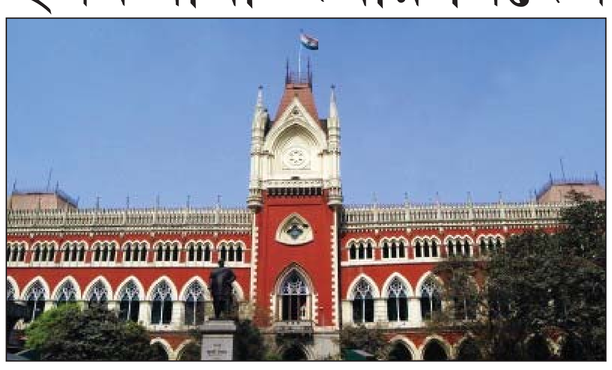

আপনজন ডেস্ক: কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, কেন রাজ্য পরিচালিত স্কুলগুলিতে নির্বাচনের জন্য সুপার-নিউমেরিক পদ তৈরি করা প্রয়োজন।
এই বিষয়ে রাজ্য সরকারকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়ার সময়, বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর একক বেঞ্চ আরও বলেছে যে এই হলফনামার পয়েন্টগুলির উপর ভিত্তি করে আদালত সিদ্ধান্ত নেবে যে নিয়োগের ক্ষেত্রে আদৌ সুপার-নিউমেরিক পদ তৈরি করা যায় কিনা। মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত যুক্তি দেন, সুপার-নিউমেরিক পদ তৈরির উদ্দেশ্য ছিল যোগ্যতার মাপকাঠির সঙ্গে আপস না করা।
তার মতে, সরকারি স্কুলগুলিতে ১৬০০ পদ তৈরি করা হয়েছে, যেখানে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও শারীরিক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ১৬০০ পদের মধ্যে ৭৫০টি পদ থাকবে কর্মশিক্ষা এবং বাকিটা শারীরিক শিক্ষার জন্য। ২০১৬ সালে প্রকাশিত অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে এই নিয়োগ দেওয়া হবে। তবে সুপার-নিউমেরিক পদ তৈরির বিরোধিতা করে আবেদনকারীদের তরফে সিপিএমের রাজ্যসভার সদস্য তথা প্রবীণ আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য যুক্তি দেন, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন ইতিমধ্যেই স্বীকার করে নিয়েছে যে যাদের অবৈধভাবে নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের চাকরি অটুট রাখতেই সুপার-নিউমেরিক পদ তৈরি করা হয়েছিল।
কমিশন প্রথমে ডিভিশন বেঞ্চে তা স্বীকার করে। কিন্তু পরে সিঙ্গল বেঞ্চের সামনে ভর্তির আবেদন প্রত্যাহার করে নেয় তারা।
দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি বসু প্রশ্ন তোলেন, রাজ্য সরকার সুপার-নিউমেরিক পদ তৈরি করতে পারে কিনা, যদি 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে সেই পদে কারা নিয়োগের যোগ্য হবেন?
এরপরই বিচারপতি বসু রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।

সরকারি নির্দেশে সূর্য নমস্কার ১৫ ফেব্রুয়ারি

রাজস্থানের স্কুলে বাধ্যতামূলক সূর্য নমস্কার, সরব মুসলিম সংগঠনগুলি

আবদুল মাহির ● জয়পুর

আপনজন: ১৫ ফেব্রুয়ারি সরকারি ও বেসরকারি উভয় বিদ্যালয়ে নির্ধারিত গণ সূর্য নমস্কার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে রাজস্থান সরকার। রাজস্থানের মুসলিম সংগঠনগুলি এই নির্দেশের বিরোধিতা করেছে। এই বিষয়টি নিয়ে জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ মুসলিম সম্প্রদায়কে কোনও ধরনের চাপের কাছে নতিস্বীকার না করে সতর্ক জানাতে বলেছে। জমিয়ত এ ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধান দ্বারা ধর্মীয় বিশ্বাস বজায় রেখে শিক্ষার অধিকার সুনিশ্চিত উপর জোর দেয়।
এদিকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সূর্য নমস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা দফতরের আদেশের বিরুদ্ধে পিটিশন দাখিল করেছে রাজস্থান মুসলিম ফোরাম। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি রাজস্থান হাইকোর্টে এই বিষয়ে শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। পাশাপাশি, রাজস্থান মুসলিম ফোরামের জেলা ইউনিটগুলি সূর্য নমস্কার সম্পর্কিত শিক্ষা বিভাগের নির্দেশের সাংবিধানিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জেলা কালেক্টরদের মাধ্যমে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে।
২০১৫ সালে বসুন্ধরা রাজের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সূর্য নমস্কর ও যোগ ব্যায়াম বাধ্যতামূলক করা হয়। মুসলিম সংগঠনগুলি তখন আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল এই যুক্তি দেখিয়ে যে এই জাতীয় নির্দেশগুলি ধর্মীয় বিষয়ে অযাচিত হস্তক্ষেপের সমান

এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার সাংবিধানিক বিধান লঙ্ঘন করে। পরবর্তীকালে, আদালতের হস্তক্ষেপের পরে, রাজস্থান শিক্ষা বিভাগ ২৯ শে জুন, ২০১৫ তারিখে তার আদেশটি সংশোধন করে, শিক্ষার্থীদের সূর্য নমস্কর এবং যোগ অনুশীলনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। বিশেষ করে নির্বাচনকে সামনে রেখে এ ধরনের নির্দেশনার সময় নিয়ে সমালোচনা দেখা দিয়েছে। জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ রাজস্থানের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আবদুল ওয়াহিদ খাতরি ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষ নীতিগুলি সমুন্নত রাখার সরকারের বাধ্যবাধকতার কথা তুলে ধরেন। বিজেপির নাম না করে কিছু মতাদর্শগত গোষ্ঠী অসাংবিধানিক উপায়ে অন্যদের উপর ধর্মীয় বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার সমালোচনা করেন। খাতরি পরামর্শ দেন, এই জাতীয় নির্দেশাবলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, নির্বাচনের আগে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে তুষ্ট করার লক্ষ্যে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে দুর্বল করার লক্ষ্যে। সরকার যখন তাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তখন খাতরি আইনি আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি ২০১৫ সালে বসুন্ধরা রাজে সরকারের অনুরূপ অসাংবিধানিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ের কথা স্মরণ করেন। সরকার যখন ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় করে, তখন আদালত ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকে না। যদি সোমবার এ ব্যাপারে আদালতে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়নি। আদালত আজ বুধবার শুনানির দিন ধার্য করেছে। কিন্তু শুনানি হবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। তাই খাতরি বলেন, আমরা সমস্ত মুসলিম অভিভাবকদের কাছে আবেদন জানিয়েছি তাদের সন্তানদের স্কুলে না পাঠিয়ে ১৫ ফেব্রুয়ারি সূর্য নমস্কার অনুষ্ঠান যেন বয়কট করেন সরকারি স্কুলে সমষ্টিগত সূর্য নমস্কারের সরকারি নির্দেশের বিরুদ্ধে জমিয়তে উলেমাহিন্দের রাজস্থান-এর কার্যনির্বাহী সভায় সূর্য নমস্কার অনুষ্ঠান নিয়ে নিন্দা প্রস্তাব পাস করেছে।

ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত

জাইদুল হক

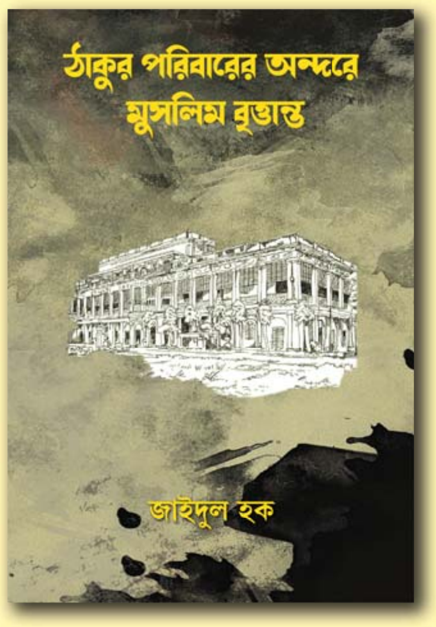

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ ঠাকুর পরিবারকে নিয়ে এখনও গবেষণার অন্ত নেই। সমাজজীবনে ঠাকুর পরিবারের অবস্থান আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর— পরিচিতির জগতে তাদের বংশ পরিচয়ের গৌরবগাঁথায় সবচেয়ে বেশি আলোচিত নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে মুসলিমদের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার মধ্যে সম্প্রীতির ধারাকে সন্নিবিষ্ট করার উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থের অবতারণা।

আজই সংগ্রহ করুন

আপনজন পাবলিকেশন
৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬
ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০

ব্যাঙ্গ ফকিরের
জুমলাবাজি

ড. দিলীপ মজুমদার

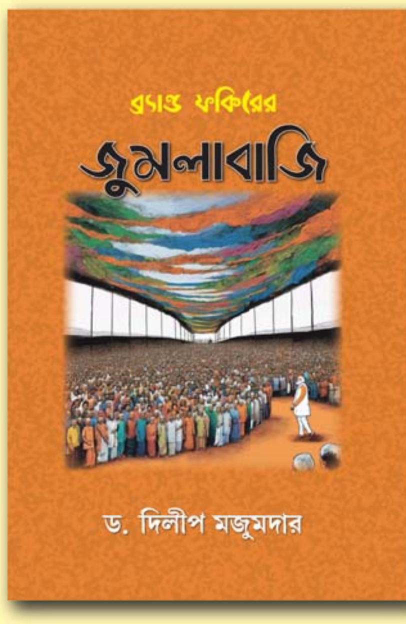

ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে। এই দলটির ডিজিটাল প্রচারযন্ত্র, আইটি সেলের গতিবিধি ইত্যাদি অত্যন্ত শক্তিশালী। অন্য বিরোধীদলগুলি সেই তুলনায় অনেক পিছিয়ে। সেই সঙ্গে আছে নিত্য-নতুন জুমলার আকর্ষণ।

কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান

বাকচর্চা
৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট
ফোন: ৭৮৯০১৪০৯৭৯ (সালমান হেলাল)

প্রথম নজর

ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিবাদ ও পদযাত্রা

জয়প্রকাশ কুইরি ● পুরুলিয়া

আপনজন: সন্দেশখালির অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদ সহ ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা, পুরুলিয়া উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে তোলা, সমস্ত নিয়োগে দুর্নীতি মুক্ত ও জেলা ভিত্তিক প্যানেল করা, আদিবাসীদের জল জঙ্গল জমির অধিকার সহ মোট ৪৫ দফা দাবিতে জেলা জুড়ে পদযাত্রার ডাক দিয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক। মঙ্গলবার সারা জেলা জুড়ে পদ যাত্রার প্রস্তুতি থাকলেও অকাল বৃস্টির কারনে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয় পার্টির পক্ষ থেকে যা পরবর্তীতে ১ লা মার্চ পালিত হবে এই কর্মসূচি। কিন্তু দলীয় নেতাকর্মীদের উৎসাহ উদ্দীপনায় শেষমেশ বৃষ্টির মধ্যেই পদযাত্রায় সামিল হয় পুরুলিয়ার কোটশিলা এলাকার নেতা কর্মীরা। মিছিলের শুরুতেই সন্দেশখালীর ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ উগরে অগ্রগামী মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা সুজাতা সিনহা। এদিন সকালে কোটশিলা ব্লকের দঙ্গল থেকে হাতে প্ল্যাকার্ড, দলীয় পতাকা, ফ্ল্যাক্স নিয়ে শুরু হয় পদযাত্রা। নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য অসীম সিনহা, ঝালদা ২ লোকাল কমিটির আহ্বায়ক ধীরেন্দ্রনাথ মাহাতো, যুবলীগের রাজ্য সভাপতি দেবরঞ্জন মাহাতো, অগ্রগামী মহিলা সমিতির জেলা সম্পাদিকা সুজাতা সিনহা, যুবনেতা ধনঞ্জয় মাহাতো, ছাত্র ব্লকের নেত্রী প্রদীপশিখা মাহাতো প্রমুখ।

কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সন্দেশখালিতে মহিলাদের ওপর অত্যাচার ও তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতির প্রতিবাদে বোলপুর শহর ও ব্লক কংগ্রেসের তরফ থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই প্রতিবাদ মিছিলটি শুরু হয় বোলপুর শহর ও ব্লক কংগ্রেসের কার্যালয় হইতে এবং শেষ হয় গান্ধী মূর্তি পাদদেশের নিচে। যে রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সেই রাজ্যে মহিলারা নির্যাতিত ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। দাবি করছেন কংগ্রেসের নেতৃত্ব। সন্দেহখালীতে যেভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে তার প্রতিবাদে এই প্রতিবাদ মিছিল। আগামী দিনে কংগ্রেসের নেতৃত্বে আরো বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে জানান কংগ্রেসের নেতৃত্বরা।

বায়ুসেনার জেট বিমান ভেঙে পড়ল খড়গপুরে, জোর রক্ষা পাইলটের

সেখ মহম্মদ ইমরান ● মেদিনীপুর

আপনজন: বায়ু সেনার বোমার পর এবার যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ল ধান জমিতে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। কলাইকুন্ডা এয়ার বেসে প্রশিক্ষণ চলাকালীন খড়গপুর লোকাল থানার অন্তর্গত দিয়াসা এলাকার ধান জমিতে আচমকাই ভেঙে পড়ল এয়ার ফোর্সের জেট বিমান। বিকট আওয়াজ শুনে কেঁপে ওঠেন এলাকার মানুষ। কী হয়েছে বুঝতে না পেরে ছোটাছুটি শুরু করেন তাঁরা। পরে জানতে পারেন ধান জমিতে ভেঙে পড়েছে যুদ্ধবিমান। রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয় এলাকায়। স্থানীয়রা গিয়ে দেখেন প্যারাসুটের মাধ্যমে নীচে নামছেন এয়ার ফোর্সের পাইলট। প্যারাস্যুটে নেমে প্রাণ বাঁচান পাইলট। মঙ্গলবার দুপুর আনুমানিক ৩ টা ৩৫ মিনিট নাগাদ দিয়াসা এলাকায় একটি ধান জমিতে যুদ্ধ বিমানটি পড়ে যায়। ঘটনা জেনে রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয় এলাকায়। ঘটনাস্থলে কিছুক্ষণের মধ্যেই কলাইকুন্ডা এয়ার ব্যাসের বায়ুসেনার অফিসাররা হেলিকপ্টারে করে পৌঁছায়। সোমবারও ঝাড়গ্রামে বায়ুসেনার বোমা নিক্ষেপের মহড়া চলাকালীন একটি বোমার সেল লক্ষ্য স্থান ভ্রষ্ট হয়ে চাষের জমিতে এসে পড়ে। ওই ঘটনাতেও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। চাষের জমির বিরাট অংশ জুড়ে বড় গর্ত তৈরি হয়। ওই চাষের জমিতে থাকা হাই ভোল্টেজ বিদ্যুতের তারও ছিড়ে পড়ে। পরপর দুদিন সেনাবাহিনীর বায়ুসেনার মহড়াতে অঘটন ঘটল।

নিউ টাউনে সাড়ম্বরে লিটেরারি ফেস্টিভাল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নিউ টাউন

আপনজন: বেঙ্গলি একাডিমিয়া ফর সোশ্যাল এম্পাওয়ারমেন্ট নিউ টাউনের রবীন্দ্রতীর্থে রবিবার এক সাহিত্যসভার আয়োজন করল। ওই সভায় ষাটের অধিক মুসলিম সাহিত্যিক, অনুবাদক, আলোচক এবং অধ্যআপক শিক্ষক দের উপস্থিতি শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে মুসলিম সমাজে নিজস্ব পরিসর স্র্স্টি করে নেওয়ার প্রমাণ উপস্থাপিত করে, যা ঐ সাহিত্য সভার নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য দিক।

সভার মূখ্য আলোচ্য বিষয় 'প্রান্তিক সাহিত্যচর্চার পরিসর'। প্রান্তিক সাহিত্যের দুই ধারা দলিত সাহিত্য এবং মুসলিম প্রান্তিক সাহিত্যিকদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের এক বলিষ্ঠ পরিসর গড়ে তোলার প্রয়াসই এই সভার উদ্দেশ্যে বলে উদ্যোক্তারা জানান। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দলিত সাহিত্য আকাদেমির সহ সভাপতি ডঃ আশীষ হীরা, অধ্যাপক অসিত বিশ্বাস, অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দা, নবান্ন পত্রিকার সম্পাদক নীতীশ রায়, অধ্যাপক সাইফুল্লা শামীম, অধ্যাপক আবু সিদ্দিক, কাজী মহম্মদ শেরিফ, সোনা বন্দোপাধ্যায়, মনোয়ারা খাতুন, আয়েশা খাতুন, আইরিন শবনম, অসিত বিশ্বাস, নীতিশ রায় প্রমুখ। সভার প্রথম পর্বের বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কাজী মহম্মদ শেরিফ সাহেব, সোনা বন্দোপাধ্যায়। সোনা বন্দোপাধ্যায় যিনি প্রান্তিক সমাজের আপেক্ষিকতা ও ব্যাপ্তি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন।

অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দার বক্তব্যের মধ্যে গবেষণা ও সৃষ্টিমুলক দিক প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি ব্যক্তিসত্বা ও পদমর্যাদার থেকে মুক্ত কলমের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে মুর্শিদাবাদের অধ্যাপক আবু সিদ্দিক তার বক্তব্যের মাধ্যমে প্রান্তিক সমাজের সাহিত্যের সংকট ও অসহায়তার কথা ব্যক্ত করেছেন। মনোয়ারা খাতুন তার "মুসলিম বিয়ের গান", যেটা প্রান্তিক লোকগাঁথার অঙ্গ, সেটা হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশন করেন। তৃতীয় পর্বে অধ্যাপক সাইফুল্লা শামীম তাঁর গভীর প্রজ্ঞা, অধ্যবসায় ও সাহিত্যিক দক্ষতা সহযোগে সমকালীন প্রান্তিক সমাজের সাহিত্য-সংকট থেকে মুক্তির পথ দেখান।

এই পর্বেই মনিরুদ্দিন শেখ, সাহাবুদ্দিন গাজী অত্যন্ত দৃঢ় ও স্বকীয়ভাবে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন। আয়েশা খাতুন, আইরিন শবনম, অসিত বিশ্বাস, নীতিশ রায়, তসলিম আরিফ, সকলেই দৃঢ়তার সঙ্গে প্রান্তিক সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন।

এদিন সঞ্চালক হিসাবে ছিলেন হাসান ধাবক, শেখ কবিতা, সাঈদ উল ইসলাম, তানিয়া পারভীন এবং সাবিনা সৈয়দ।

সমগ্র অনুষ্ঠানের চিত্রগ্রহণের কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পূর্ণ করেন অধ্যাপক সাইন শেখ।

বিত্ত নিগমের শিবিরে মূল্যায়ণ বিশেষ সচিব সাকিল আহমেদ-এর

পরিবার উন্নত হলে সমাজেরও উন্নয়ন হবে

ইসরাফিল বৈদ্য ● বসিরহাট

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের ব্যবস্থাপনায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ঋণ মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায়। জেলাজুড়ে তিনটি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রশাসনিক ভাবে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার বসিরহাট ২, ব্লকের সম্ভব মণ্ডপে মিনাখা, সন্দেশখালি, বাদুড়িয়া,বসিরহাট , হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ঋণপ্রদানের কর্মসূচি চালু হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক দফতরের বিশেষ সচিব সাকিল আহমেদ, উত্তর২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, জেলা সংখ্যালঘু আধিকারিক পূর্ণিমা দে, বসিরহাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সৌমেন মন্ডল, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমিত্র প্রদীপ, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অর্নব বাবু, কার্তিক, আয়ুব, সানিয়া ইসলাম, রুনা পারভিন প্রমুখ। বিশেষ সচিব শাকিল আহমেদ জানান, জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষাদপ্তরের আওতায় থাকা রাজ্য সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম এদিনের ঋণ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। নিগমের তরফে ঋণ ছাড়াও 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং'এর ব্যবস্থা করে থাকে। শাকিল আহমেদ বলেন, সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সমীক্ষায় সমাজে সংখ্যালঘুদের পিছিয়ে পড়ার তথ্য উঠে এসেছে। সে কারণে সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য নানা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সংখ্যালঘু উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

তিনি আরও বলেন,ঋণ প্রদানের ফলে সংখ্যালঘু পরিবারের মহিলারা বিশেষভাবে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি পরিবারের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাড়ির মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়াটা জরুরি। পরিবার উন্নত হলে সমাজেরও উন্নয়ন হবে। পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষা লাভ করবে। বাড়িতে শিক্ষার আলো পৌঁছলে পরিবারের সমৃদ্ধি ঘটবে। ফলে ঋণের টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে সার্বিক উন্নয়ন হবে। খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের মতো প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির জন্য পরিবারগুলিকে কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। প্রতিটি গ্রুপে দশ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন সংখ্যালঘু এবং চারজন সংখ্যাগুরু নিয়েও দল গঠন করা যাবে বলে শাকিল আহমেদ জানান। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ বলে, অর্থনৈতিক বাধা থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘুদের সার্বিক উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রয়াস সাধুবাদযোগ্য। আইএএস অফিসাররা যেভাবে দুয়ারে পৌঁছে ঋণ প্রদান কর্মসূচি পরিচালনা করছে তা বিগত দিনে কোন সরকারের আমলে দেখা যায়নি বলে তিনি জানান। ওই অনুষ্ঠান থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেন লক্ষীর ভান্ডার এর অর্থ ৫০০ টাকা থেকে এক হাজার টাকা এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য বারোশো টাকা করায়।

সন্দেশখালি সহ কেন্দ্র-রাজ্যের নীতির প্রতিবাদে আইন অমান্য বাম জোটের

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: গত কয়েকদিন যাবৎ সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি সরগরম।সেই ইস্যু সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে শাসক বিরোধী দলগুলো মাঠে ময়দানে অবতীর্ণ। সেরূপ বেশ কিছু দাবি দাওয়া নিয়ে বাম- কংগ্রেস জোটের উদ্যোগে মঙ্গলবার জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, থানা সহ বিভিন্ন স্থানে আইন অমান্য, পথ অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায়, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক- কৃষক বিরোধী ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এবং সন্দেশখালিতে তৃণমূলের নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদ। গণআন্দোলনের নেতা নিরাপদ সর্দারের মুক্তি ইত্যাদি দাবিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ ও বাম- কংগ্রেস জোটের যৌথ উদ্যোগে জেলা প্রশাসন ভবন, এসডিও, বিডিও অফিসে বিক্ষোভ, থানা ঘেরাও, মিছিল, রাস্তা অবরোধ করে আইন অমান্য কর্মসূচি পালন করা হয় বীরভূম জেলা জুড়ে। এদিন সিআইটিইউ, আইএনটিইউসি, টিইউসিসি ও কৃষকসভা এবং খেতমজুর ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে মিছিল সহযোগে সিউড়ি জেলা প্রশাসন ভবনের গেটের সামনে জমায়েত হয়। সেখানে বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেট ভেঙ্গে আইন অমান্য করে এবং ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ বাধা দিতেই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। এদিন আন্দোলনকারীদের দাবি সমূহের মধ্যে ছিল-শ্রমিক বিরোধী তিনটি শ্রম কোড, বিদ্যুৎ বিল, স্মার্ট মিটার বাতিল করা। কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম, কৃষি ঋন মকুব করা। রেগায় দুশোদিনের কাজ, ৬০০ টাকা মজুরি। রাষ্ট্রায়াত্ত ক্ষেত্র বেসরকারিকরণ বন্ধ করা, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শূন্যপদে নিয়োগ। সমস্ত দূর্নীতি রোধ করা সহ সন্দেশখালির ঘটনায় উত্তম সর্দার, শিবু হাজরা ও শেখ সাজাহান সহ জড়িত ব্যাক্তিদের গ্রেপ্তার করা। মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার গণআন্দোলনের নেতা নিরাপদ সর্দারের মুক্তি এবং নৃশংস ভাবে মহিলাদের উপর যেসব দূষ্কৃতি অত্যাচার ও নির্যাতনে যুক্ত তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার প্রভৃতির দাবি নিয়ে এই আন্দোলন।

একই দাবিতে বামফ্রন্টের উদ্যোগে মিছিল হয় বোলপুরে। সেখানে দাবিগুলিতে সোচ্চার হয়ে জেলার বোলপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনেও রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেঁটে পড়েন বোলপুর মহকুমা এলাকার শ্রমিক,কৃষক, খেতমজুর ও মহিলারা। এদিকে রামপুরহাটে ওই দাবিতে সোচ্চার হয় সারা রামপুরহাট শহর মিছিল পরিক্রমা করে তারা জমায়েত হন থানার সামনে। সেখানে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। এছাড়াও এদিন বিক্ষোভ অবরোধ হয়েছে জেলার মুরারই, পাইকর, নলহাটি, লোহাপুর, মল্লারপুর, নানুর, লাভপুর ও রাজনগর ব্লকে। সিউড়ি, রামপুরহাট ও বোলপুরের বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন, সিআইটিইউ নেতা দীপঙ্কর চক্রবর্তী, টিইউসিসি নেতা দীপক চ্যাটার্জি, আইএনটিইউসি নেতা মৃনাল বসু,সিপিআইএম জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য সঞ্জীব বর্মন ও আরএসপি নেতা তুষার ব্যানার্জি প্রমুখ। তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বক্তব্য রাখেন।

সাদিখান দেয়ারে সভা তৃণমূলের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে জলঙ্গী বিধান সভার বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের নির্দেশে ব্লকের প্রতিটা অঞ্চলে অঞ্চলে সাংগঠনিক আলোচনা সভা শুরু করেছেন নবনিযুক্ত ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মাসুম আলী আহামেদ। সেই মতো মঙ্গলবার বিকেলে সাদিখান দেয়ার হাই স্কুল মাঠে অঞ্চলের সমস্ত দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচনে বেশি করে অঞ্চল থেকে ভোট লিড করতে হবে সেই বার্তা দেওয়া হয়। এদিনের সভায় রাজ্য সরকারের উন্নয়ন মূলক কাজের কথা তুলে ধরেন সকল নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক, পঞ্চায়েতে সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম,ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহামেদ,ব্লক নেতা জিয়াবুল সেখ, সাদিখান দেয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহবুল ইসলাম,ঘোষপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফিরোজ আলী,অঞ্চল নেতৃত্ব ফিরোজ ইসলাম,মিঠুন সিংহ সহ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থক সহ জনপ্রতিনিধিগণ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

যুব তৃণমূলের মিলন উৎসব নবগ্রামে

আসিফ রনি ● নবগ্রাম

আপনজন: মঙ্গলবার জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কামাল হোসেনের উদ্যোগে মিলন উৎসব ও সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল নবগ্রামের চাণক্য ফরেস্টে। এদিন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক বলেন, কামাল হোসেন খুব ভালো কাজ করছে। রাজ্যে কিছু বিধায়কের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ভোট ব্যাংকে প্রভাব পড়ছে। কামাল হোসেন বলেন, সামনে লোকসভা নির্বাচনে কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য আমরা এই বনভোজনের মাধ্যমে মিলন উৎসবের আয়োজন করেছি। যেটা জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলায় যুব তৃণমূলের উদ্যোগে এই প্রথম হচ্ছে। এদিন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলার সমস্ত ব্লক সভাপতি,যুব ব্লক সভাপতি ও অঞ্চলের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বদের সম্মানা জ্ঞাপনের পাশাপাশি বনভোজনের আয়োজন করা হয় এদিন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, কর্মাধ্যক্ষ, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও বিভিন্ন ব্লকের তৃণমূল সভাপতি, যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সহ নেতৃত্ব।

ডিজে নিষিদ্ধ ডায়মন্ডহারবারে

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে সরস্বতী পুজোতে উচ্চস্বরে কোন বক্স ডিজে বাজানো যাবে না এবং শান্তি বজায় রাখতে হবে। এ নিয়ে মঙ্গলবার দিন ডায়মন্ডহারবার থানায় একটি বৈঠক করলেন ডায়মন্ডহারবারের এসডিপিও সাকিব আহমেদ। উপস্থিত ছিল ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি শুভাশিস ঘোষ, বিধায়ক পান্নালাল হালদার, জেলা পরিষদের সদস্যা মনমোহিনী বিশ্বাস, শিক্ষক মইদুল ইসলাম। ডায়মন্ড হারবার টাউন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি সৌমেন তরফদার, ডায়মন্ডহারবার পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রমুখ।

দক্ষিণ দামোদরে পর্যটন সম্ভাবনা নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: ইতিহাস ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পিঠস্থান দক্ষিণ দামোদর। রায়না খণ্ডঘোষ মাধবদিহি ও জামালপুরের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে অবস্থিত। এখানে যেমন আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা রাসবিহারী বসু জন্মগ্রহণ করেছিলেন তেমনি জাতীয় কংগ্রেসের দুবারের সভাপতি দানবীর আইনোগ্য রাসবিহারী ঘোষ, জন্মেছিলেন ভগৎ সিং এর সঙ্গী হিসাবে ইতিহাস বিখ্যাত আছেন বটুকেশ্বর দত্ত। ধর্মমঙ্গল কাব্যের সমস্ত কবিরা এখানে জন্মেছিলেন যেমন কবি ঘনরাম চক্রবর্তী, কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। সংবিধান রচনা কারিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন দক্ষিণ দামোদরের ভূমিপুত্র নাজির উদ্দিন আহমেদ। আসামের সিলভারের হিন্দু রাজা তৈরি করে দিয়েছিলেন মসজিদ যা আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ৫০০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত একলক্ষীর সাহচান্দ পীরের দরগা, মসজিদ পর্যটনের অন্যতম পিঠস্থান হয়ে আছে। এই দক্ষিণ দামোদরে দুই মুঘল সেনাপতিকে হত্যা করা হয়েছিল যাদের নাম অনুসারে বর্ধমানে খাজা আনোয়ার ও খাজা আবুল কাশেম এর নামে নবাব বাড়ি ও জায়গার নামকরণ করা হয়েছে। তো এই সমস্ত জায়গাগুলোকে নিয়ে দক্ষিণ দামোদরে পর্যটন কেন্দ্র করার আবদার ছিল সাধারণ মানুষের। সেই বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড. রমজান আলী, বিশিষ্ট শিক্ষক রাজেশ হালদার, বিশিষ্ট কবি লেখক কাজী জুলফিকার , সাংবাদিক প্রদীপ মন্ডল, স্বাধীনতা সংগ্রামী তোজাম্মল হকের পৌত্র কাজী ফজলে বারি, অরণ্য রিসোর্ট এর কর্ণধার সেখ পারভেজ ও বিশিষ্ট অতিথিরা। সংহতি মেলায় খালেরপুলে এই অনুষ্ঠান ঘিরে মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।। এই আলোচনা সভায় ড. রমজান আলী বলেন, দক্ষিণ দামোদর একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহু প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী এই দক্ষিণ দামোদর। তিনি একটি মানচিত্র তৈরি করে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে প্রেরণ করেছেন। দক্ষিণ দামোদর পর্যটন মানচিত্রে এলে এখানকার আর্থসামাজিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। রাস্তা ঘাট থেকে শুরু করে অন্যান্য অনেক বিষয় এই এলাকার মানুষ সুবিধা পাবে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাংবাদিক মোল্লা শফিকুল ইসলাম। মেলা কমিটির সম্পাদক রাহুল আজম ,শেখ এরশাদ ,আদিত্য কুমার ঘোষ সহ মেলার অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

'রবীন্দ্র স্মারক সম্মান' পেলেন কাজী মুজিবর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি উৎসব ২০২৪ অনুষ্ঠিত হল। 'ভিশন অফ বেঙ্গল' সংস্থার পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতিদের সম্মাননা ও পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে ডঃ কাজী মুজিবর রহমানের 'বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে ইসলাম চর্চা' গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিশিষ্ট কবি সুবোধ সরকার মহাশয়। একই সঙ্গে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ডঃ কাজী মুজিবর রহমানকে 'রবীন্দ্র স্মারক সম্মানে' সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত প্রাক্তন ক্রিকেটর সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোদ বাদক পণ্ডিত দেবোজ্যোতি বোস প্রমুখ। মুজিবর রহমান মুসলমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শিকড় সন্ধানের প্রতি বিশেষ আগ্রহী। 'অনুষ্টুপ' 'ইতিকথা', 'নিবোধত', 'এবং প্রান্তিক', 'উদার আকাশ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় মুজিব-এর নানা গবেষনা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে মহাবিদ্রোহ থেকে দেশ ভাগ কালিন সময় সীমায় মুসলিম অবদান, হিন্দু ও মুসলমানের সদ্ভাব-সংঘাত, ইসলামি তত্বকথার চর্চা সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে। কবি সুবোধ ঘোষ তাঁর গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর এই সম্মাননা প্রাপ্তিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মোহনবাগান ক্লাবের সহ-সভাপতি অসিত কুমার চট্টোপাধ্যায়।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সম্প্রীতি সভা ও সেবা কর্মসূচি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার

এম মেহেদী সানি ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাটের ভবানীপুরে হিলফুল ফুজুল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো সম্প্রীতি সভা, গুণীজন সংবর্ধনা, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা শরীফ হোসেন বোখারী ফাউন্ডেশন এর কর্ণধার পীরজাদা নাজিম উদ্দিন হোসাইন, জেলা ইমাম কো-অর্ডিনেটর পানিগোবরা দরবার শরীফের আজিজিয়া ফাউন্ডেশনের সম্পাদক পীরজাদা মাওলানা হাসানুজ্জামান, খ্রিস্টান ধর্মের ধর্মগুরু সঞ্জীব বিশ্বাস, বুড়ির পুকুর মাদ্রাসার মুহতামিম রওশন আলম মাজহারি, ভবানীপুর মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা ইয়াকুব আলী প্রমুখ। এদিন উপস্থিত একাধিক ধর্মের ধর্মগুরুরা এবং বিশিষ্টজনেরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার উদাহরণ তুলে ধরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সম্প্রীতির বার্তা দেন। হিলফুল ফুজুল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সেবামূলক কর্মসূচি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন পীরজাদা নাজিম উদ্দিন হোসাইন থেকে মাওলানা হাসানুজ্জামান সহ উপস্থিত সকলেই পাশাপাশি আগামী দিনে পিছিয়ে পড়া সমস্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য কাজ করার পরামর্শও দেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষ ভূমিকা রাখে মাওলানা আব্দুস সালাম, পীরজাদা মাওলানা ফারুকুজ্জামান, আলিমুদ্দিন মিয়া, নাজিম উদ্দিন প্রমুখ।

প্রথম নজর

সৌদি আরবে বসবাসকারীদের জন্য হজের নিবন্ধন শুরু

আপনজন ডেস্ক: গত শনিবার থেকে সৌদি আরবের নাগরিক এবং সেখানে বসবাসকারীদের হজের নিবন্ধন শুরু হয়েছে। ২০২৪ সালে হজ করতে আগ্রহী ব্যক্তিরা স্মার্টফোনের নুসুখ অ্যাপের মাধ্যমে এবং localhaj.haj.gov.sa ওয়েবসাইটে ঢুকে নিবন্ধন করতে পারবেন। অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে ঢুকে হজের প্যাকেজগুলো দেখতে পারবেন।

হজের বুকিং নিশ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে আগে যারা হজ করেননি এমন ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। হজ নিবন্ধন ফি সৌদি নাগরিক ও সেখানে অবস্থানকারীরা দুইভাবে পরিশোধ করতে পারবেন : এক সঙ্গে পুরো ফি অথবা শর্তানুসারে কিস্তিতে তা পরিশোধ করা যাবে। সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় নিবন্ধন করার সময় নির্ভুল তথ্য প্রদান এবং প্যাকেজ নির্বাচনে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে। এ ছাড়া একাধিক অ্যাপ চালু করতে একই মোবাইল ফোন নম্বর ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থানীয় হাজিদের জন্য চার হাজার ৯৯ রিয়াল, আট হাজার ৯২ রিয়াল, ১০ হাজার ৩৬৬ রিয়াল এবং ১৩ হাজার ২৬৫ রিয়াল মূল্যের চারটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। অবশ্য ঘোষিত মূল্যের সঙ্গে ভ্যাট যুক্ত হবে।

এবার চার উগ্র ইসরায়েলির ওপর ব্রিটেনের নিষেধাজ্ঞা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর সহিংস হামলার জেরে চার উগ্র ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিল ব্রিটেন।

নিষেধাজ্ঞার আওতায় তাদের ওপর আর্থিক কড়াকড়ি এবং ভ্রমণে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন এক বিবৃতিতে বলেছেন, আজকের নিষেধাজ্ঞা মানবাধিকারের সবচেয়ে ভয়াবহ লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িতদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। এখানে কী ঘটছে সে সম্পর্কে আমাদের পরিষ্কার হওয়া উচিত। তিনি বলেন, ইসরায়েলি বসতির চরমপন্থী ওই ইসরায়েলিরা ফিলিস্তিনিদের হুমকি দিচ্ছে। প্রায়ই মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে এই হুমকি দেওয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে তাদের ভূমি থেকে সরানো হচ্ছে, যে ভূমি অধিকারবলে ওই ফিলিস্তিনিদের।

ক্যামেরন বলেন, এই ধরনের আচরণ অবৈধ। এটা মেনে নেওয়া যায় না। ইসরায়েলকে শক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং বসতিস্থাপনকারীদের সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। আমরা প্রায়ই দেখছি, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, মুচলেকা দেওয়া হয়। কিন্তু তা মেনে চলা হয় না।

এর আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এ মাসের শুরুর দিকে পশ্চিম তীরে সহিংসতায় জড়িত থাকার অভিযোগে চার ইসরায়েলির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। সেসময় তিনি বলেন, পশ্চিম তীরে সহিংসতা ‘অসহনীয় পর্যায়ে’ পৌঁছেছে।

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সদস্যরা ইসরায়েলের অভ্যন্তরে নজিরবিহীন হামলা চালানোর পর থেকে পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলার ঘটনা বেড়েছে।

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানালেন এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান অবিলম্বে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে এবং গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করতে ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতে ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিটে এরদোগান বলেন, এই অঞ্চল কঠোর হুমকির মুখে পড়ার আগে আমাদের এখনই গাজায় গণহত্যা বন্ধ করতে হবে। তিনি অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের ভূমি দখলের সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কট্টরপন্থী সরকারের কেউ কেউ উপত্যকাটিতে বসতি স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে আসছে।

এরদোগান বলেন, আজকের সংকটের উৎস হলো ফিলিস্তিনি ভূমিতে বসতি স্থাপন। ইসরয়েল যদি এ অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি চায়, তাহলে পরমাণু বিস্তার সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি চিরতরে বন্ধ করে দিতে হবে।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট বলেন, ১৯৬৭ সালের সীমান্তের আলোকে একটি মুক্ত ও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে হবে। এরদোগান তুরস্ককে এই অঞ্চলে ‘আগুনের বৃত্তে বসবাসকারী’ বলে বর্ণনা করেন। তিনি ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থাটির জন্য (ইউএনআরডব্লিউএ নামে পরিচিত) অবিলম্বে তহবিল পুনরায় চালু করার আহ্বান জানান।

গাজায় নিহতদের মধ্যে নিরীহ ফিলিস্তিনির সংখ্যা অনেক বেশি: জো বাইডেন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে নির্মূলের লক্ষ্যে অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। টানা চার মাসের বেশি সময় ধরে ইসরায়েলের নির্বিচার এই হামলায় ভূখণ্ডটিতে ২৭ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশুসহ নিরীহ বেসামরিক ফিলিস্তিনি। এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও স্বীকার করে নিয়েছেন, গাজায় নিহতদের মধ্যে ফিলিস্তিনি নিরীহ বেসামরিক নাগরিকের সংখ্যা ‘অনেক বেশি’।

মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তাসংস্থা আনাদোলু।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় নিহতদের মধ্যে ‘অনেক বেশি’ ফিলিস্তিনি নিরীহ বেসামরিক নাগরিক রয়েছেন বলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সোমবার জানিয়েছেন। তাই এই মন্তব্য ফিলিস্তিনের রাফাহ শহরে ইসরায়েলের আসন্ন সামরিক অভিযানের ওপর নতুন করে চাপ সৃষ্টি করেছে।

হোয়াইট হাউসে জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহর সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, এই সংঘাতে নিহত ২৭ হাজার ফিলিস্তিনির মধ্যে অনেক নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিক রয়েছেন, যাদের মধ্যে হাজার হাজার শিশুও রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, লাখ লাখ মানুষ খাদ্য, পানীয় বা অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে পারছে না এবং অনেক পরিবার কেবল একজনকে নয়, অনেক আত্মীয়কে হারিয়েছে। এটি হৃদয়বিদারক।

বাইডেন আরো বলেন, গাজায় হারিয়ে যাওয়া প্রতিটি নিরপরাধ জীবন এক একটি ট্র্যাজেডি। ইসরায়েলে হারিয়ে যাওয়া প্রতিটি নিরপরাধ জীবনও এক একটি ট্র্যাজেডি। ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনিদের যারা নিহত হয়েছেন, আমরা তাদের উভয়ের জন্য এবং শোকার্ত পরিবারের সবার জন্য আমরা প্রার্থনা করি।

তিনি বলেন, ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে বন্দি বিনিময় চুক্তির বিষয়ে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র। এই চুক্তি অন্তত ছয় সপ্তাহ সময়ের জন্য গাজায় টেকসই ও সবার জন্য ভালো সময় নিয়ে আসবে। পরে এটি হয়তো আমরা আরো কিছু সময় স্থায়ী করতে পারি।’

পূর্ববর্তী মার্কিন আহ্বানের পুনর্ব্যক্ত করে বাইডেন বলেন, রাফাহতে আশ্রয় নেয়া ১০ লাখেরও বেশি লোকের নিরাপত্তা ও সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বাসযোগ্য কোনো পরিকল্পনা ছাড়া সেখানে বড় সামরিক অভিযান চালানো উচিত নয়।

সহিংসতা থেকে বাঁচতে ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণে রাফাহতে অনেক বাস্তুচ্যুত লোক রয়েছে উল্লেখ করে বাইডেন বলেন, তাদের রক্ষা করা দরকার। তার ভাষায়, আমরাও শুরু থেকেই (নিজেদের অবস্থানে) স্পষ্ট ছিলাম। আমরা গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের যে কোনও জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির বিরোধিতা করি।

রাফায় সামরিক অভিযান ‘ভয়ঙ্কর’ বিপর্যয়: জাতিসংঘ

আপনজন ডেস্ক: রাফা শহরে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর পূর্ণাঙ্গ অভিযান গাজাবাসীর জন্য ‘ভয়ঙ্কর বিপর্যয়’ বলে আখ্যা দিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিভাগের প্রধান ভলকার তুর্ক।

সোমবার এক বিবৃতিতে সম্প্রতি রাফায় ইসরায়েলি হামলার প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করেন তিনি। খবর আনাদোলু এজেন্সি।

গণমাধ্যমটি জানিয়েছে, এর আগে হামাস-ইসরায়েল সংঘাত শুরুর পর প্রায় ১৩ লাখ বাস্তুচ্যুত গাজাবাসী আশ্রয় নেন মিশর সীমান্ত ঘেঁষা শহর রাফায়। জাতিসংঘের তথ্যমতে, সেখানে এখন প্রায় ১৫ লাখ মানুষের বাস যাদের বেশির ভাগই আশ্রয় হয়েছে শরণার্থী শিবিরগুলোতে। এ অবস্থায় সেখানে ইসরায়েলি হামলা হবে ‘ভয়ঙ্কর’।

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিভাগের প্রধান ভলকার তুর্ক বলেন, রাফা অঞ্চলে আশ্রয় নেয়া বেসামরিকদের বেশির ভাগ নারী এবং শিশু। সেখানে ইসরায়েলের হামলায় এরাই বেশি হতাহতের শিকার হবে।

বিবৃতিতে জাতিসংঘের ঐ কর্মকর্তা বলেন, এরইমধ্যে গাজায় যে ‘গণহত্যা’ চালানো হয়েছে তাতে কল্পনা করা যায় রাফার বেসামরিকরা কতটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে পড়তে যাচ্ছে। এছাড়া এ হামলায় রাফায় মানবিক সহায়তা ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ওই কর্মকর্তা।

রাফায় হামলার মাধ্যমে পুরো গাজায় দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে রয়েছে অঞ্চলটির লাখ লাখ বাসিন্দা। এ অবস্থায় গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে ভলকার তুর্ক। পাশাপাশি হামাস কর্তৃক আটক জিম্মিদের মুক্তি দিতেও তিনি আহ্বান জানান।

গাজায় ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের চার মাস শেষ হয়েছে। তেল আবিবের হামলায় গত বছরের ৭ অক্টোবরের পর থেকে এ পর্যন্ত নিহত হয়েছেন ২৮ হাজারের বেশি বেসামরিক বাসিন্দা। অন্যদিকে আহতের সংখ্যা প্রায় ৬৮ হাজার।

জাতিসংঘের মতে, ইসরায়েলের বর্বর আক্রমণের কারণে গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। আর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে গাজার সকলেই এখন খাদ্য নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। এছাড়া অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ কোনও ধরনের আশ্রয় ছাড়াই বসবাস করছে এবং প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম ত্রাণবাহী ট্রাক এ অঞ্চলে প্রবেশ।

পাসপোর্ট-বোর্ডিং পাস ছাড়াই লন্ডন থেকে পৌঁছলেন নিউ ইয়র্কে

আপনজন ডেস্ক: এক ব্যক্তি কোনো পাসপোর্ট বা বোর্ডিং পাস ছাড়াই বিমানে চড়ে লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্কে গেছেন। অভিযোগ দায়েরের পর তাঁর আদালতে হাজির হওয়ায় কথা ছিল। কিন্তু তিনি এতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় সোমবার সকাল ৮টায় লন্ডনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় রিচমন্ড থেকে ক্রেগ স্টার্টকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বার্কশায়ার কাউন্টির স্লফ শহরের ৪৬ বছর বয়সী এই বাসিন্দার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি গত বছরের ২৩ ডিসেম্বর পাসপোর্ট বা বোর্ডিং পাস ছাড়াই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে চড়ে যুক্তরাজ্যের হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে নিউ ইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমানবন্দরে পৌঁছেন।

গণমাধ্যমটি আরো জানিয়েছে, নিউ ইয়র্কের বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর ওই ব্যক্তিকে আটকিয়ে যুক্তরাজ্যে ফেরত পাঠানো হয়। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে বিমান চলাচল নিরাপত্তা আইনে প্রতারণা ও অপরাধের অভিযোগ আনা হয়।

২৫ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় রাত আনুমানিক ৮টায় তাঁকে মূলত হেফাজতে নেওয়া হয় এবং ফিরতি ফ্লাইটে তাঁকে লন্ডনে ফেরত পাঠানো হয়। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি কর্তৃপক্ষকে তদন্তে সহায়তা করছেন। হিথ্রো বিমানবন্দরের একজন মুখপাত্র বলেছেন, যাঁরা বিমানবন্দরের ভেতরে বিমানের কাছাকাছি এলাকায় যান, তাঁদের সবাইকে নিরাপত্তা তল্লাশির মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্যও এ নিয়ম প্রযোজ্য।

কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে চলমান তদন্তে সহায়তা করা হচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মজলিস-ই-ওয়াহদাত-মুসলিমিনের সঙ্গে হাত মেলাবে ইমরানের দল

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের মুখপাত্র রউফ হাসান জানিয়েছেন, পাকিস্তানের জাতীয় ও পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদে সরকার গঠনের লক্ষ্যে মজলিস-ই-ওয়াহদাত-মুসলিমিনের (এমডব্লিউএম) সঙ্গে হাত মেলাবে ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) রাজধানী ইসলামাবাদে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। তিনি বলেন, খাইবার পাখতুনখাওয়াতে সংরক্ষিত আসনের জন্য আমরা জামায়াত-ই-ইসলামির সঙ্গে জোট করবো। ইমরান খান এ নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, যারা নির্বাচনে জিতেছে সরকার গঠন করার অধিকার তাদেরই আছে।

রউফ হাসান আরও বলেন, সরকার গঠনে পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন), পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ও মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট-পাকিস্তানের (এমকিউএম-পি) সঙ্গে জোট করতে বারণ করেছেন পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান। তিনি বলেন, খাইবার পাখতুনখাওয়াতে সংরক্ষিত আসনের জন্য আমরা জামায়াত-ই-ইসলামির সঙ্গে জোট করবো। ইমরান খান এ নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, যারা নির্বাচনে জিতেছে সরকার গঠন করার অধিকার তাদেরই আছে।

রউফ হাসান আরও বলেন, সরকার গঠনে পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন), পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ও মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট-পাকিস্তানের (এমকিউএম-পি) সঙ্গে জোট করতে বারণ করেছেন পিটিআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে মাত্র একটি আসনে জয় পেয়েছে মজলিস-ই-ওয়াহদাত-মুসলিমিন (এমডব্লিউএম)। এদিকে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের পিএমএল-এনের সঙ্গে জোট গঠনের কথা বলেছেন পাকিস্তান পিপলস পার্টির (পিপিপি) নেতা বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ভোট হওয়া ২৬৫ আসনের মধ্যে ইমরান-সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছেন ৯২ আসন। এরপরই পিএমএল-এন ও পিপিপি পেয়েছে যথাক্রমে ৭৫ ও ৫৪ আসন। কোনো দলই জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গড়তে জোট গঠনই এখন একমাত্র পথ।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৪৬মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৮ মি.

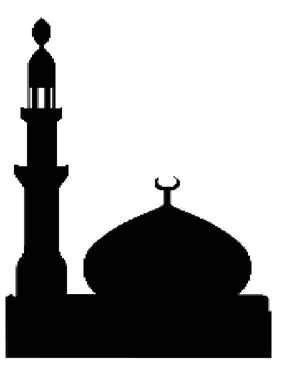

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৪৬	৬.০৮
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫৬	
মাগরিব	৫.৩৮	
এশা	৬.৪৮	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

নিউইয়র্কে গোলাগুলিতে হতাহত ৬

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির একটি সাবওয়ে স্টেশনে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় একজন নিহত এবং আরো পাঁচজন আহত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শহরটির স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, স্থানীয় সময় সোমবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের একটি সাবওয়ে স্টেশনে বন্দুকধারীর গুলিতে একজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়। দমকল বিভাগ জানিয়েছে, হামলার ঘটনার পর বিকেল সাড়ে ৪টার পর স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়।

ইসরায়েলের গুপ্তচর ঘাঁটিতে নিখুঁত হামলার দাবি হিজবুল্লাহর

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের স্পর্শকাতর গুপ্তচরবৃত্তির স্থাপনায় নিখুঁতভাবে হামলা চালানোর দাবি করেছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ।

সোমবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে হিজবুল্লাহ দাবি করে বলে, আল-রাডার সামরিক ঘাঁটিতে নিখুঁতভাবে হামলা চালানোর জন্য তারা গাইডেড রকেট ব্যবহার করেছে। এর একদিন আগেও হিজবুল্লাহ ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর ব্রেইন্ট ব্যারাকে ফালাক-ওয়ান ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে। এর আগে অপর এক বিবৃতিতে সংগঠনটি জানিয়েছে, ইসরায়েলের আল-এবাদ গোয়েন্দা স্থাপনায় তারা হামলা চালিয়েছে।

গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়ে আসছে হিজবুল্লাহ। সোমবার এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, হিজবুল্লাহ এ পর্যন্ত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ১০০০ এর বেশি হামলা চালিয়েছে।

ইসরায়েলি আগ্রাসনে রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ফিলিস্তিনের গাজায় ২৮ হাজার ৩৪০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। লেবাননের প্রতিরোধকামী সংগঠনটি বলেছে, অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার ওপর ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তারা হামলা থামাবে না। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে হামলা চালাতে গিয়ে হিজবুল্লাহরও বহু যোদ্ধা হতাহত হয়েছে।

উদ্বোধন হওয়ার আগেই সুইডেনের বিনোদন পার্কে ভয়াবহ আগুন

আপনজন ডেস্ক: সুইডেনের বৃহত্তম থিম পার্কে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। সোমবার পশ্চিম সুইডেনের গতেনবার্গের একটি বিনোদন পার্কের আউটডোর ওয়াটার স্লাইড ও অন্য জায়গায় আগুন লাগে। পুরো ওয়াটার পার্ক ঘিরে আগুন জ্বলতে থাকে। তখন অবশ্য ওয়াটার পার্কে কেউ ছিলেন না।

এই পার্কটির কয়েক মাস পরেই উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল। তাই ভয়ংকর আগুন লাগলেও কেউ হতাহত হননি। তবে এই পার্কের সঙ্গে যুক্ত একটি হোটেল ও অফিস থেকে সবাইকে সরিয়ে নিয়েছে পুলিশ। এলাকার মানুষকে ঘরের ভেতরে থাকতে বলা হয়েছে।

পুরো শহর কালো ধোঁয়ায় ভরে গেছে। বিনোদন পার্কের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, একটি ওয়াটার রাউডে প্রথমে আগুন লাগে। তারপর তা দ্রুত ছড়িয়ে যায়। ৯৮ লাখ ইউরো বা প্রায় ১১৬ কোটি বাংলাদেশি টাকা দিয়ে এই ওয়াটার পার্ক বানানো হয়েছিল।

মুক্তি পাচ্ছেন কারাবন্দি প্রাক্তন থাই প্রধানমন্ত্রী থাকসিন

আপনজন ডেস্ক: থাইল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী থাকসিন সিনাওয়াত্রাকে শিগগির মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে থাই সরকার।

মঙ্গলবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।

২০০৬ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে থাকসিনকে উৎখাত করা হয়। তবে ১৫ বছরের স্বেচ্ছা নির্বাসন কাটিয়ে প্রায় ছয় মাস আগে দেশে ফেরেন তিনি।

এ বছরের আগস্টে তাকে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে আট বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েকদিনের মাঝেই তার কারাদণ্ড কমিয়ে এক বছর করেন রাজা মহা ভাজিরালংকর্ন।

মঙ্গলবার বিচারমন্ত্রী তাউই সোদসং জানান, আরো ৯৩০ কারাবন্দি সহ ম্যানচেস্টার সিটি ফুটবল দলের সাবেক মালিক থাকসিনকে (৭৪) শিগগির মুক্তি দেওয়া হতে পারে।

বিচারমন্ত্রী তাউই সাংবাদিকদের বলেন, ‘গুরুতর অসুস্থ বা ৭০ এর বেশি বয়সী বয়সীদের কারাবরণের ছয় মাসের মধ্যে মুক্তি দেওয়া হয়। থাকসিনও তাদের একজন।’

থাইল্যান্ডের গণমাধ্যম জানিয়েছে, শনিবার থেকে শুরু করে যেকোনো দিন তিনি মুক্তি পেতে পারেন। তার দল ফেউ থাই পার্টি সামরিক-বাহিনীপন্থি দলগুলোর সঙ্গে জোট গড়ে ক্ষমতায় ফেরার পর তিনি দেশে ফিরেন।

সংশ্লিষ্টদের ধারণা, নেপথ্যে তার কারাদণ্ড কমানোর কোনো চুক্তি হয়ে থাকতে পারে।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ৩০ মাঘ ১৪৩০, ৩ শাবান, ১৪৪৫ হিজরি

কৃত্রিম জগত

প্রশ্ন উঠিয়াছে যন্ত্রের এআই তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা লইয়া। যন্ত্র যদি মানুষের মতো চিন্তাভাবনা করিতে পারে, মানুষের মতো সৃজনশীল ও ফরমায়েসি কাজ নিখুঁতভাবে করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে আগামী দিনের নূতন দুনিয়া কেমন হইবে? সম্প্রতি পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন ঘিরিয়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নূতন কৌতূহলের জন্ম দিয়াছে। নির্বাচনের পর পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ইমরান খানের বিজয়ের দাবির ভাষণ প্রচার করেন, তখন তাহা সাধারণ মানুষকে বিস্মিত করে। কারণ ইমরান খান জেলবন্দি, তাহার পক্ষে এইভাবে ভাষণ দেওয়া সম্ভব নহে। আসলে অসম্ভবকে সম্ভব করাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাজ। এ ব্যাপারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রসঙ্গে টেক-জায়ান্ট বিল গেটস বলিয়াছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি আগামী পাঁচ বত্সরের মধ্যে পৃথিবীর সকল মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনিবে। সম্ভবত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এক্সেলেটরে চাপ বাড়িতেছে এবং ইহার ত্বরণের বৃদ্ধি আমরা এখনই দেখিতে পাইতেছি। সমাজ, রাজনীতি, চিকিত্সাবিজ্ঞান, লেখাপড়া হইতে শুরু করিয়া প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভবিষ্যতে রাজত্ব করিতে রিহার্সেল দিতে শুরু করিয়াছে। আমরা দেখিয়াছি, জেলবন্দি ইমরান খানের লেখা বক্তৃতা, পুরোনো বক্তৃতার ফুটেজ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করিয়া তৈরি করা হইয়াছিল নূতন একটি ভাষণ। গত বত্সরের ১৭ ডিসেম্বর প্রচার করা ভাষণটিও ছিল পিটিআইয়ের প্রথম ভার্চুয়াল জনসভা। মাসের পর মাস ইমরান খানের চেহারা না দেখিবার পর এই ভাষণে প্রথম তাহাকে কথা বলিতে দেখা যায়। ইহাতে সেই সময় আবেগতাড়িত হইয়া পড়েন পিটিআই সমর্থকেরা। এই সাফল্যের পর হইতে নির্বাচনি প্রচারণায় জোরেশোরে প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করিয়া দেয় পিটিআই। ইমরান খানের ফেসবুক প্রোফাইলে একটি চ্যাটবট (কোনো কিছু জানিতে চাহিলে তাহার উত্তর দেওয়ার রোবট) ব্যবহার করা হয়। ইমরানের এই প্রোফাইলে কেহ ভোটসংক্রান্ত তথ্য জানিতে চাহিলে চ্যাটবটটি উত্তরে জানাইয়া দেয় ভোটসংক্রান্ত যে কোনো জিজ্ঞাসা। ভোট দিতেও এই চ্যাটবট উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। চ্যাটবটটি এতই প্রাণবন্ত যে, ভোটাররা যেন মনে করিয়াছেন—তাহারা ইমরান খানের সহিতই কথা বলিতেছেন! সত্যিকার অর্থে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স লইয়া বিশ্বের নানা প্রান্তে এই বত্সর চলিয়াছে নানাবিধ তর্কবিতর্ক। কিছুদিন পূর্বে ওয়াশিংটন পোস্টে প্রযুক্তিবিষয়ক কলামিস্ট জেওফ্রি এ ফ্লাওয়ার একটি নিবন্ধে জানাইয়াছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এআই ব্যবহার করা হইতেছে কণ্ঠ তৈরিতে, তহবিল সংগ্রহের ইমেইল এবং 'ডিপফেক' ইমেজ তৈরি করিতে, যাহা পূর্বে কখনো ছিল না। এইদিকে বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাক্সের একটি প্রতিবেদন বলিতেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে কাজের এক-চতুর্থাংশই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়া প্রতিস্থাপন করা সম্ভব। তবে ইহা মুদ্রার একটি দিক। অন্য দিক হইল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে নূতন নূতন চাকরির সুযোগ ও উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে নিশ্চিতভাবেই। আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব একেক সেক্টরে একেক রকমভাবে পড়িবে। ইতিপূর্বে কিছু চিত্রশিল্পী উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছিলেন, এআই ইমেজ জেনারেটর তাহাদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার ক্ষতি করিতে পারে। তবে মনে রাখিতে হইবে, বিশ্বের ৬০ শতাংশ শ্রমিক এখন এমন পেশায় রহিয়াছে, যাহার কোনো অস্তিত্ব ১৯৪০ সালে ছিলই না। এইদিকে গত মে মাসে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাব লইয়া যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে শুনানি হয়। সেইখানে রিপাবলিকান সিনেটর মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের জোশ হাউলি বলিয়াছিলেন, 'কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এমনভাবে রূপান্তরিত হইবে, যাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। আমেরিকানদের নির্বাচন, চাকরি এবং নিরাপত্তার উপর তাহা প্রভাব ফেলিবে। কংগ্রেসের কী করা উচিত তাহা বুঝিবার জন্য এই শুনানি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথম পদক্ষেপ।'

সুতরাং আমাদের এখনই সিটে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া বসিতে হইবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিস্ময়কর জাদু মোকাবিলা করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে এই বিশ্বকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে বুদ্ধিমত্তার সহিত ব্যবহার করিবার সক্ষমতা কিংবা অক্ষমতা অনেক কিছুই নির্ধারণ করিয়া দিবে। মনে হইতেছে কৃত্রিম জগত্‌ই নিয়ন্ত্রণ করিবে মানুষকে।

অন্তর্বর্তী বাজেটে বঞ্চিত কৃষকরা! কোথায় গেলেন তারা?

নির্বাচনের দু'মাস আগে সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেট নিয়ে কৃষকরা যে খুব একটা আশায় ছিল তা নয়। কিন্তু কৃষি সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেটের প্রতি কৃষকদের কিছু ন্যূনতম প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন সেই সামান্য আশায় জল ঢেলে দিয়েছেন। বাজেটে তিনি তাঁর বক্তৃতায় কয়েকবার কৃষকের কথা উল্লেখ করলেও কোনও স্বস্তির আশ্বাস দেননি। টাকা তো দেওয়া হয়ইনি, কৃষি খাতে বরাদ্দের সত্যতাও দেশের সামনে তুলে ধরা হয়নি। উল্টে কৃষি ও বড় প্রকল্পের বরাদ্দ কমানো হয়েছে। লিখেছেন **যোগেন্দ্র যাদব**।

নির্বাচনের দু'মাস আগে সরকারের অন্তর্বর্তী বাজেট নিয়ে কৃষকরা যে খুব একটা আশায় ছিল তা নয়। কিন্তু কৃষি সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেটের প্রতি কৃষকদের কিছু ন্যূনতম প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন সেই সামান্য আশায় জল ঢেলে দিয়েছেন। বাজেটে তিনি তাঁর বক্তৃতায় কয়েকবার কৃষকের কথা উল্লেখ করলেও কোনও স্বস্তির আশ্বাস দেননি। টাকা তো দেওয়া হয়ইনি, কৃষি খাতে বরাদ্দের সত্যতাও দেশের সামনে তুলে ধরা হয়নি। উল্টে কৃষি ও বড়ো প্রকল্পের বরাদ্দ কমানো হয়েছে। বাজেটের দু'দিন আগে সংসদে পেশ করা অর্থনৈতিক সমীক্ষার নথি পর্যালোচনায় উঠে এসেছে, এ বছর কৃষি খাতে বৃদ্ধি (গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড রেট) হয়েছে মাত্র ১.৮ শতাংশ। যা বিগত বছরগুলিতে কৃষি বৃদ্ধির গড় হারের অর্ধেকও নয় বরং এই বছরের অন্যান্য সব খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির এক চতুর্থাংশের সমান। তাই এই সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কিছুটা অন্তর্বর্তীকালীন সুরাহা দেবে বলে আশা করেছিলেন কৃষক ও কৃষি বিশেষজ্ঞরা। কিষাণ সম্মান নিধির পরিমাণ পাঁচ বছর আগে বার্ষিক ৬০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল, আজ যার মূল্য ৫০০০ টাকার কম। কথা ছিল সরকার এই মূল্য বার্ষিক ৯০০০ টাকা বাড়িয়ে দেবে। বর্তমানে ভূমিহীন এবং ভাগচাষি কৃষকরা এই প্রকল্পের আওতার বাইরে। তাদের অন্তর্ভুক্ত করার আশা ছিল। অন্ততপক্ষে আশা ছিল যে সরকার এই প্রকল্প থেকে উপকৃত কৃষকের সংখ্যা হ্রাস বন্ধ করবে। দুঃখের বিষয়, এই প্রকল্পের পরিমাণ বা সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়ানোর বদলে অর্থমন্ত্রী আসল সত্যটা সংসদে তুলে ধরেননি। তিনি এই স্কিমের সুবিধাভোগীর সংখ্যা দেখিয়েছেন ১১.৮ কোটি, যেখানে সরকারের নিজস্ব পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২৩ সালের নভেম্বরে দেওয়া শেষ কিস্তি মাত্র ৯.০৮ কোটি কৃষকের কাছে পৌঁছেছে। শুধু তাই নয়, তিনি বলেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার সুবিধাভোগী কৃষকের সংখ্যা ৪ কোটি। এদিকে সরকারের নিজস্ব পরিসংখ্যান মোতাবেক সংখ্যাটি মাত্র ৩ কোটি ৪০ লক্ষ।

গত বছরের মতো এ বছরও কৃষকদের দেওয়া সরকারের সবচেয়ে বড়ো প্রতিশ্রুতি ও দাবি নিয়ে নীরবতা পালন করেছেন অর্থমন্ত্রী। ২০১৬ সালের বাজেটের আগে প্রধানমন্ত্রী ৬ বছরে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই সময়কাল ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে সম্পূর্ণ হয়েছিল। সরকার এটিকে টেনে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু সাত বছর ধরে আয় দ্বিগুণ করার ভাবনা ভেঙে দেওয়ার পরও সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। গত বছর এবং এবারের বাজেটে এই শব্দগুচ্ছের কোনও উল্লেখ ছিল না, কৃষকের আয় কতটা বাড়ল বা কমলো তার পরিসংখ্যানও সরকার দেয়নি। অর্থনীতিবিদদের হিসেব বলছে, এই সাত বছরে কৃষকদের আয় ততটাও বাড়েনি যতটা আগের সরকারের সাত বছরে বেড়েছে।

দেশের সমস্ত কৃষক সংগঠন এমএসপি-কে আইনি মর্যাদা দেওয়ার জন্য গত দু'বছর ধরে অপেক্ষা করছে। দিল্লিতে যখন কিষাণ মোর্চা অবস্থান প্রত্যাহার করল, সরকার কৃষকদের লিখিত আশ্বাস দিয়েছিল যে এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করে সমস্ত কৃষকদের এসপি নিশ্চিত করা হবে, কিন্তু আন্দোলন শেষ হওয়ার দু'বছর পরও কমিটি মসৃণভাবে কাজ শুরু করেনি। এদিকে, অর্থমন্ত্রী দাবি করেছেন, কৃষকরা পর্যাপ্ত এসপি পাচ্ছেন, যার অর্থ কমিটির ওপর নজরদারির কোনও ইচ্ছা সরকারের নেই। বাস্তব হলো, এই সরকারের দশ বছরে ২৩টি ফসলের মধ্যে ২১টি-তে এসপি বৃদ্ধির হার ততটাও নয় যতটা আগের ইউপিএ সরকারের দশ বছরে ছিল।

কৃষকদের জন্য ঢাক ঢোল পিটিয়ে বড়ো বড়ো প্রকল্পের প্রগতির রিপোর্টও যে রাখতে পেরেছেন অর্থমন্ত্রী তাও নয়। ২০২০ সালে, সরকার কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের নামে ১ লক্ষ কোটি টাকার একটি প্রকল্প ঘোষণা করেছিল, যা পাঁচ বছরে সম্পূর্ণ হওয়ার কথা। এখন, চার বছর পর, ২২,০০০ কোটি টাকা অর্থাৎ তহবিলের এক-চতুর্থাংশেরও কম টাকা এই প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে। একইভাবে, এও মনে হয় এগ্রিকালচার এক্সিলারেটর ফান্ডও স্থগিত হয়ে গেছে। সরকার পাঁচ বছরে ২৫১৬ কোটি টাকা ঘোষণা করেছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ১০৬ কোটি টাকা।

কিছু দেওয়া তো দূরের কথা, সরকার এই বাজেটে কৃষকদের যা ভাগ, সেটাও কেড়ে নিয়েছে। গত নির্বাচনের আগে কিষাণ সম্মান নিধি ঘোষণার পর দেশের মোট বাজেটে কৃষি বাজেট ছিল ৫.৪৪ শতাংশ। গত ৫ বছরে এই অনুপাত কমছে। গত বছর, মোট বাজেটের ৩.২০% কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু সংশোধিত অনুমানের হিসেব অনুসারে, প্রকৃত ব্যয় ছিল মাত্র ৩.১৩%। চলতি বছরের বাজেট প্রাক্কালে তা আরও কমিয়ে ৩.০৮% করা হয়েছে। কমে যাওয়ার পরিমাণ সামান্য সেটা ভাববেন না। উদাহরণস্বরূপ, সার ভর্তুকি গত বছরের ব্যয় ১.৮৮ লক্ষ কোটি টাকা থেকে ১.৬৪ লক্ষ কোটি করে দেওয়া হয়েছে, খাদ্য শস্য ভর্তুকি ২.১২ লক্ষ কোটি থেকে ২.০৫ লক্ষ কোটি টাকা এবং আশা প্রকল্পের খরচ ২২০০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ১৭৩৮ কোটি টাকা করা হয়েছে। রাজ্যগুলিতে সস্তা ডাল দেওয়ার প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ শূন্যে নামিয়ে আনা হয়েছে। অর্থাৎ গত দশ বছরের মতো এ বছরও কৃষকরা পেয়েছেন কেবল বড়ো বড়ো ভাষণ এবং প্রতারণা। সেই কারণেই আগামী লোকসভা নির্বাচনে'বিজেপিকে হারাতে'দেশজুড়ে কৃষকদের হয়ে আওয়াজ তুলেছে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা।

অনুবাদ: শুভম সেনগুপ্ত

ভ্যালেন্টাইনস ডে
নিছক ভালোবাসার নয়, আত্মত্যাগ স্মরণের

এম ওয়াহেদুর রহমান

তারুণ্যের অনাবিল আনন্দ আর বিশুদ্ধ উচ্ছ্বাসে ১৪ ফেব্রুয়ারি সারা বিশ্বব্যাপী মহাসমারোহে পালিত হয়' সেন্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে' কিংবা' ভালোবাসার দিন'। এই দিনটি আবার'লাভ ডে' অথবা লাভার্স ফেস্টিভ্যাল' হিসেবে ও বিশ্বব্যাপী পরিব্যাপ্ত। ভালোবাসার উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সহ তরুণ প্রজন্মের যুগল। উৎসবের ছোঁয়া শহরাঞ্চল অতিক্রম করে গ্রামাঞ্চলে ও আছড়ে পড়ে। মুঠোফোনের মেসেজ, ই - মেইল অথবা অন লাইনে চ্যাটিংয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ প্রেম কথার কিশলয় হয়ে ওঠে পল্লবিত। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এই দিনটির নেপথ্যে রয়েছে আত্মত্যাগ বিজরিত এক রক্তাক্ত ইতিবৃত্ত। আসলে ভ্যালেন্টাইন কোনো দিনের নাম নয় একজন ব্যক্তির নাম।যিনি ছিলেন রোমের বাসিন্দা,খ্রিষ্টধর্মের যাযক ও চিকিৎসক। Advanced Oxford Learner's Dictionary তে'Saint'শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে A person declared to be holy by the Christian Church because of her/ his qualities or good works'অর্থাৎ এমন ব্যাক্তি, খ্রিষ্টান, গীর্জা কর্তৃক যাকে তার গুনাবলী/ ভালো কাজের জন্য পবিত্র সত্তা হিসেবে ঘোষণা করা হয়।আর Valentine শব্দের অর্থ ভালোবাসা নয়। খ্রিষ্টধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কারণে তাঁকে গীর্জা কর্তৃক'Saint'বা'পবিত্র সত্তা'ঘোষণা করা হয়েছিলো। পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে পোপ গেলাসিয়াস ১৪ ফেব্রুয়ারি দিনটি কে'ভ্যালেন্টাইনস ডে'হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলেই জানা যায়' সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের স্মৃতি বিজড়িত আত্মত্যাগের কথা। ভ্যালেন্টাইন ছিলেন ধর্মপ্রচারক। তৎকালীন সময়ে রোমে ধর্মপ্রচার বন্দ থাকা সত্ত্বেও তিনি খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করতেন। তাছাড়া তিনি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও রোমান সৈন্যদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বিবাহের অনুষ্ঠান ও করতেন। অন্যদিকে রোমের সম্রাট দ্বিতীয় ক্লাডিয়াস বিশ্বাস করতেন যে, অবিবাহিত সৈন্যরা বিবাহিতদের চেয়ে অধিক দক্ষ। তাই তিনি রোমান সৈন্যদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ভ্যালেন্টাইন দ্বিতীয় ক্লাডিয়াসের নিষেধাজ্ঞা কে অবজ্ঞা করে গোপনে সৈন্যদের বিয়ে দিতে থাকেন। দ্বিতীয় ক্লাডিয়াস ধর্মপ্রচার মামলায় অভিযুক্ত করে ভ্যালেন্টাইন কে কারাগারে বন্দি করেন। ভ্যালেন্টাইন কারাগারে বন্দি থাকাকালীন সময়ে কারারক্ষীর এক দৃষ্টিহীন মহিলার চিকিৎসা করে চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাঁর জয়গান। ভ্যালেন্টাইনের এই জনপ্রিয়তায় দ্বিতীয় ক্লাডিয়াস ক্রোধে ফেটে পড়েন এবং তাঁকে নিশ্চিহ্ন করতেই ২৬৯ কিংবা মতান্তরে ২৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুদণ্ড দেন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পূর্বে তিনি মহিলাটিকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লিখেছিলেন।চিঠির শেষে লেখা ছিল " Love from your Valentine". তিনি প্রেমের জন্য নিজের জীবন কে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরই নামানুসারে উদযাপিত হয় ভ্যালেন্টাইনস ডে। কিন্তু তবে তিনি কোন ব্যাক্তিগত প্রেমের কথা বলেন নি।

ভালোবাসাকে বেঁধে দেননি নারী পুরুষের শরীরী ছন্দে। তাঁর প্রচার ও প্রসার ছিল জাতি , ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে মানবপ্রেম নিয়ে। খ্রিষ্টানরা ১৪ ফেব্রুয়ারি' লুপারকেলিয়া' নামক এক ধরনের উৎসব পালন করতো। এই উৎসবের একটি অন্যতম কর্মসূচি ছিল প্রেমের দেবী'জুনু ফেব্রায়াটা'র আশীর্বাদ কামনায় যুবকদের মধ্যে যুবতীদের বন্টনের জন্য লটারির আয়োজন। প্রথানুযায়ী তারা যুবতীদের নাম লিখে একটি বাক্সে রাখত। ফলস্বরূপ যুবকেরা বাক্স থেকে নাম তুলতো। লটারিতে যে যুবকের হাতে যে যুবতীর নাম উঠে আসতো তাকে সে যুবকের সঙ্গে এক বছর লিভিং টুগেদার করতে হতো। ১৪ ফেব্রুয়ারি দিনটি ভালোবাসা তথা অনুরাগের মাধ্যমে পালিত হলেও আসলে সেটা ছিল খ্রিষ্টধর্মের ধর্মীয় উৎসব। যদিও আজ তা বিশ্বব্যাপী প্রেম ও ভালোবাসার আনুষ্ঠানিক দিবসে পরিগণিত হয়েছে। এই দিনে চকোলেট, পারফিউম, গ্রিটিংস কার্ড , এস এম এস, হীরার আংটি, খেলনা, শৌখিন উপহার প্রিয়জনকে উপহার দিয়ে থাকে। এই দিনটি তে সিনেমা হল,পার্ক সর্বোপরি যে কোন বিনোদনের কেন্দ্রগুলোতে ভালোবাসার তাগিদে একে অপরের জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। সবাই কেমন যেন ভালবাসার জয়গানে আপ্লুত হয়ে ওঠে। ১৪ ফেব্রুয়ারিতে দিন ও রাত প্রেম সরোবরে ডুব দেয় অগনিত যুগল। তাছাড়া চরিত্রের নৈতিক ভূষণ খুলে প্রেম সরোবরের সলিলে হারিয়ে গিয়ে মরীচিকা বিভ্রমের দিকে ছুটে যায় অসংখ্য যুগোল। ১৪ ফেব্রুয়ারি তরুণ তরুণীরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে থাকে উন্মাদের মতো। মানুষ কেবলমাত্র নিষিদ্ধ যৌবন কামনার তাড়নায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে মনুষ্যত্বের বিবেককে। ভালোবাস দিবসের আড়ালে আজকের দিনে যা হচ্ছে তা আদৌও কাম্য নয়। ভালোবাসা কখনো কোন নির্দিষ্ট দিবস কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে না, এ হলো একটি সর্বকালীন আদর্শের বেড়াজালে আবদ্ধ মানবিক মূল্যবোধের প্রতীক।

উচ্চমাধ্যমিকে চাপমুক্ত ও সৎভাবে পরীক্ষা দেওয়াই সেরা উপায়

ড. আবু তাহের কামরুদ্দীন
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ

২০২৪-এ রাজ্যজুড়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে। রাজ্যের ৪০০টি হাই মাদ্রাসায় উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পরিচালিত উচ্চমাধ্যমিক কোর্স চালু থাকায় হাই মাদ্রাসার পড়ুয়ারাও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বিশেষ পরামর্শ পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ সভাপতির।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, হাই মাদ্রাসা বা মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মজবুত স্তম্ভ। কারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্যারিয়ার গড়ার স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা এরপর থেকেই বাঁক নিয়ে নতুন এক দিশার দিকে ধাবিত হয়। লোকসভার নির্বাচনকে মাথায় রেখেই এ বছর পরীক্ষার দিনক্ষণ কিছুটা এগিয়ে এসেছে। এমনকি এগিয়ে এসেছে পরীক্ষা শুরুর সময়ও। এবছর অর্থাৎ ২০২৪-এ রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হতে চলেছে ১৬ই ফেব্রুয়ারি থেকে আর শেষ হবে ২৯ ফেব্রুয়ারি আর পরীক্ষা শুরু হবে ৯:৪৫ মিনিট থেকে এবং চলবে বেলা ১ টা পর্যন্ত। রাজ্যে মোট ৬১৪ টি মাদ্রাসা রয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৪০০টি মাদ্রাসা উচ্চ মাধ্যমিক। রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিক সকল পরীক্ষার্থী এবং সেই সাথে মাদ্রাসার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা যাতে আরও স্বচ্ছ নিরপেক্ষ ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় এবং যেকোনও ধরনের বিভ্রান্তি রোধ করতে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এবারে এনেছে একগুচ্ছ নিয়ম বিধি যা সকল পরীক্ষার্থী অভিভাবক অভিভাবিকা এবং পরীক্ষা পরিচালনার সাথে যারা যারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত সকলেরই সেই নিয়ম নির্দেশগুলো সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধ্যান-ধারণা থাকা আবশ্যক। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নিরাপত্তাকে আর ও বেশি করে সুনিশ্চিত করতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এবারে

প্রশ্নপত্রে নতুন সুরক্ষার সংযোজন করেছে। নতুন এই ব্যবস্থায় প্রতিটি প্রশ্নপত্রের মধ্যে থাকছে আলাদা আলাদা ইউনিট কোড অর্থাৎ ক্রমিক নম্বর। শুধু তাই নয়, সেই ক্রমিক নম্বর থাকবে সিরিয়ালি। ২০২৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তরপত্রে আলাদা করে সিরিয়াল নম্বর লেখার জায়গা থাকবে। প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর অবশ্যই প্রশ্ন দেখে সঠিকভাবে উত্তরপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে ছয় বা সাত সংখ্যার ওই ইউনিক কোডটি প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে লিখতে হবে। তবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের দুষ্টু চক্রান্তকে নিষ্ক্রিয় ও ব্যর্থ করতে এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নের গোপনীয়তা রক্ষার্থে সংসদের এই নয়া ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আগের বারের মতো এবারেও পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষার পুরো সময় ধরে থাকবে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি। মোবাইল,স্মার্টওয়াচ এবং যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস পরীক্ষা কেন্দ্রে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। মোবাইল,স্মার্ট ওয়াচ থেকে শুরু করে কোন ধরনের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস নিয়ে কোন ছাত্র-ছাত্রী যাতে পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ না করে তার জন্য থাকছে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ডিটেকশন সিস্টেম। তাছাড়া কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেই জন্য প্রতিটি পরীক্ষার ভেনুতে থাকবে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পুলিশি ব্যবস্থা এবং কঠোর নিরাপত্তা প্রটোকল। বাড়ি থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে কোন সমস্যা ও অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয় সেই জন্য রেল, মেট্রোরেল এবং শহর ও শহরতলির ছোট বড় যানবাহনের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। কোন অবস্থাতেই অসৎ পথ অবলম্বন করে পরীক্ষার বিতরণী পার হওয়ার কু মতলব যেন কারও মাথায় না আসে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তার কোন কারণ নেই। তবে নতুন করে আর প্রস্তুতি নিতে না যাওয়াই ভালো। কারণ এতে মানসিক টেনশনই শুধু বাড়বে। পরীক্ষার দিনগুলোতে যাতে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে সেই জন্য সহজ পাচক খাদ্য খাবার গ্রহণ খুবই ফলপ্রদ হবে। সকলে যেভাবে দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতি নিয়েছ এবং সেই প্রস্তুতির নিরিখে যেভাবে ভাবছ যে তোমাদের পরীক্ষা ভালো হবে সেই ভাবেই একেবারে চাপমুক্ত ও সৎ ভাবে এবং সমস্ত নিয়মাবলি মেনে পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে পরীক্ষা দেবে। তোমাদের সকলের পরীক্ষা ভালো হোক। সকলের জন্য আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল।

> কোন অবস্থাতেই অসৎ পথ অবলম্বন করে পরীক্ষার বিতরণী পার হওয়ার কু মতলব যেন কারও মাথায় না আসে। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তার কোন কারণ নেই। তবে নতুন করে আর প্রস্তুতি নিতে না যাওয়াই ভালো। একেবারে চাপমুক্ত ও সৎ ভাবে এবং সমস্ত নিয়মাবলি মেনে পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে পরীক্ষা দেবে।

অনুলিখন: মতিয়ার রহমান, শিক্ষক আকড়া হাই মাদ্রাসা

প্রথম নজর

নিয়ম না মেনে রাস্তার কাজ করার প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: নিয়ম না মেনে ঢালাই রাস্তার কাজ করার প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের হরিহরপাড়ায়। নিয়ম না মেনে ঢালাই রাস্তার কাজ প্রতিবাদে রাস্তায় গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার সাহেবনগর এলাকায়। জানা যায় হরিহরপাড়ার সাহেবনগর এলাকায় পথশ্রী প্রকল্পের জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে দেড় কিলোমিটার ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হয়।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ সিডিউলে ৭ ইঞ্চি ঢালাই করার কথা। কন্ট্রাক্টারদের বারংবার বলার পরেও কোন কথা না শুনে তারা তাদের নিজের মত রাস্তার মিডিলে তিন থেকে চার ইঞ্চি ঢালাই করছে তারই প্রতিবাদে একাংশের গ্রামবাসীরা রাস্তার কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায়।

সিডিউলে যা আছে সেই নিয়ম মেনে রাস্তার ঢালাইয়ের কাজ না করলে ততক্ষণ বন্ধ থাকবে বলে হুঁশিয়ারি দেন গ্রামবাসীরা। যদিও এই বিষয়ে আমরা রাস্তা দেখাশোনার জিনি সুপারভাইজারের দায়িত্বে আছেন তার সঙ্গে কথা বললে তিনি ক্যামেরার সামনে কোন কথা বলতে চাননি।

এই বিষয়ে হরিহরপাড়ার বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া বলেন আমরা খবর পেয়েছি ওই রাস্তাটি জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে কাজ হচ্ছে আমরা জেলা পরিষদের রিপোর্ট পাঠাবো এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানান তিনি।

জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুজ্জোহা বিশ্বাস বলেন ঘটনার পুরো তদন্ত করে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

বাম শ্রমিক সংগঠন নানা দাবিতে রাস্তায়

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ার কৃষনগরে কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য, সারের কালোবাজারি সহ একাধিক দাবি-দাওয়া নিয়ে এদিন কৃষ্ণনগরে আইন অমান্য আন্দোলনে নামল বাম সমর্থন। গোটা রাজ্যজুড়ে ই এই আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেয় বামফ্রন্ট।জেলা সিআইটিইউ সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলাশাসক দপ্তরের উদ্দেশ্যে একটি মিছিল বের করে সিআইটিইউ কর্মী সমর্থকরা একাধিক ব্যারিকেড এর মাধ্যমে বামেদের এই আইন অমান্য আন্দোলন রুখে দেওয়ার চেষ্টা করে। যদিও প্রথম ব্যারিকেট ভেঙে মিছিল জেলা শাসকের দপ্তরের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। তবে পুলিশের তৈরি করা দ্বিতীয় ব্যারিকেটে পৌঁছাতে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়।পুলিশের সঙ্গে বাম কর্মীদের ধস্তাধস্তির পরে আহত হয় এক পুলিশ কর্মী।

এস এম সাদী,সিআইটিইউ সম্পাদক এস এম সাদী বলেন,পঞ্চায়েত দুর্নীতি চাকরি দুনীতি সহ একাধিক দাবি নিয়ে জেলায় জেলায় সিআইটিইউ আইন অমান্য আন্দোলন চলছে।এই সরকারকে পরাস্ত করার জন্য আমরা আন্দোলন গড়ে তুলবো আইন অমান্য আন্দোলনআহত বেশ কয়েক জন তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

দ্বীনিয়াত পাঠরতদের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মহেশতলা

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মহেশতলা পৌরসভার অন্তর্গত বায়তুল হামদ আলমপুর নতুন মসজিদ দ্বীনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবের বাৎসরিক অনুষ্ঠান হল সোমবার। বায়তুল হামদ আলমপুর দ্বীনিয়াত মুনাযযম মক্তব ৩ বছর অতিক্রম করে ৪ বছরে পদার্পন করেছে, যেখানে মুসলিম পরিবারের সন্তানরা দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান শেখার সাথে সাথে সামাজিকতা ও নৈতিকতার জ্ঞানও শিখছে, তাদের শিক্ষাগত মানবৃদ্ধির জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে মরহুম বজলুর রহমান সাহেবের মাঠে। বায়তুল হামদ আলমপুর নতুন মসজিদ দ্বীনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবের প্রায় ১২০ জন ছাত্রছাত্রী মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষার উন্নতি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বার্থে পবিত্র কোরান, হাদিস, নৈতিক শিক্ষা , আদর্শ জীবনযাপন, উত্তম চরিত্র, নামাজের আদব কায়দার শিক্ষা লাভ করেছে। এই মক্তবের ও সমাজ কল্যাণমুলক কাজে যারা সামনের সারিতে আছেন তারা হলেন সফিউদ্দিন হোসেন, সেখ সিরাজউদ্দিন, সেখ এন্তাজ আলি, সেখ নইমউদ্দিন, সেখ আজহারউদ্দিন, সাহিদ হোসেন সিদ্দিকী, কামরুল হোসেন, সেখ মোর্তজা প্রমুখ।

এই দ্বীনিয়াত মুনাজ্জাম মক্তবের শিক্ষক হলেন মৌলানা সামিরুল মণ্ডল। এছাড়া সকল কৃতী ছাত্রছাত্রীদের প্রতিযোগিতা করানো হয়। এই কঠিন পরিস্থিতিতে অভিভাবকদের কি ভূমিকা নেওয়া উচিত তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মাওলানা সালাউদ্দিন। তিনি বলেন, আগামিদিনে এই মক্তবের আরও কিছু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রয়েছে। অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় এই অঞ্চলের বালেগান মহিলাদের জন্য মহিলা মক্তব খোলা হবে।

১০০ দিনের বকেয়া প্রাপকদের তালিকায় বিত্তশালী, চাকরিজীবি

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: কেন্দ্রের ১০০ দিনের বকেয়া টাকা বঞ্চিত উপভোক্তাদের দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু উপভোক্তাদের কাজের সেই তালিকা প্রকাশ্য আসতেই শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক। তালিকায় দেখা যাচ্ছে একের পর এক বিত্তশালী থেকে শুরু করে চাকুরীজীবীদের নাম। অথচ যারা প্রকৃত উপভোক্তা তাদের নাম নেই। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের তালিকা প্রকাশিত হতেই চক্ষু চড়কগাছ প্রকৃত উপভোক্তাদের। তালিকায় দেখা দিয়েছে বিস্তর গলদ।আর সেই তালিকাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার বিক্ষোভে সামিল হলেন হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝিকোডাঙ্গা গ্রামের প্রকৃত উপভোক্তারা।প্রকৃত উপভোক্তাদের অভিযোগ,যারা কোনোদিন ১০০ দিনের কাজ করেননি তাদের নাম তালিকায় রয়েছে। নাম রয়েছে সিভিক ভলেন্টিয়ার্স, সরকারি চাকুরীজীবী,অঞ্চল সভাপতি, সুপারভাইজার ও সেনাবাহিনী কর্মীর বাবার নাম থেকে শুরু করে সমাজের বিত্তশালীদের।জানা গিয়েছে,কেন্দ্রের ১০০ দিনের কাজের বঞ্চিত ২১ লাখ জবকার্ড হোল্ডারকে ২১ ফেব্রুয়ারি টাকা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।গ্রামে গ্রামে শুরু হয়েছে সার্ভের কাজ।আর সেই কাজ শুরু হতেই ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে ঝিকোডাঙ্গা গ্রামে।আলিমা খাতুন নামে এক উপভোক্তা জানান,সে ১০ দিন ও তার ছেলে ২২ দিন মাটি কেটেছে অথচ তালিকায় তাদের নাম নেই।তার বাড়িতে কেউ সার্ভেও করতে আসেননি।যারা কোনোদিন কাজ করেনি তাদের নাম তালিকায় রয়েছে।রবিনা বেওয়া নামে আরো এক উপভোক্তা জানান,সে ৩০ দিন মাটি কেটেছিল,তাঁরও নাম নেই।এমনকি তাঁর জবকার্ডটি সুপারভাইজার নিজের কাছে রেখে দিয়েছে।আক্তারি খাতুন,দুলালী দাস ও মঙ্গলু চন্দ্র দাসরাও একই অভিযোগ করেন।

হরিশ্চন্দ্রপুর-১ কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তথা ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান বিমান বিহারী বসাক জানান,এফটিএ যাদের নামে মারা হয়েছে তালিকায় তাদের নাম রয়েছে। সেই তালিকা থেকে ব্লক প্রশাসন সার্ভে করছে। এর মধ্যে পঞ্চায়েতের কিছু করার নেই। হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমেন মন্ডল জানান, ব্লকের পক্ষ থেকে নতুন করে কোন তালিকা বানানো হয়নি।

বাম-কর্মসূচিতে ধুন্ধুমার, কাঁদানে গ্যাস পুলিশের

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: মঙ্গলবার বহরমপুরের টেক্সটাইলে সন্দেশখালির ঘটনার নিয়ে উত্তাল বহরমপুর, সিপিএমের বিক্ষোভে পুলিশের কাঁদানে গ্যাস। বিক্ষোভ মিছিল ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নিতে শুরু করে গোটা এলাকা। মিছিলে বাঁধা চলল ইট বৃষ্টি আক্রান্ত বাম কর্মী। এছাড়াও আক্রান্ত হয়েছেন পুলিশ অফিসারও জানা গিয়েছে শ্রমিক কৃষক খেতমজুরদের পক্ষ থেকে জরুরী ১০ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জেলাশাসকের দপ্তর অভিযান করে আইন অমান্য ও জেলভরো আন্দোলনে সামিল হয় সিপিএম সহ বাম শরীক সংগঠন। মহম্মদ সেলিমের নেতৃত্বে বহরমপুরের পঞ্চাননতলা থেকে মিছিল শুরু হয়ে টেক্সটাইল মোড়ে এসে শেষ হওয়ার আগে মিছিলে বাধা দেয় বহরমপুর পুলিশ প্রশাসন। পুরো এলাকা বাঁশ দিয়ে ঘিরে ফেলা হয় এদিন পতাকা হাতে নিয়ে, স্লোগান দিতে দিতে যখন কর্মীরা এগিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় পোস্ট অফিস মোড়ের কাছে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। মিছিল রুখতে রীতিমতো শুরু হয় সিপিএম সমর্থকদের সাথে পুলিশের ধসাধস্তি। লাঠিচার্জ করে পুলিশ যার ফলে একে আপরের আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মিছিল বাঞ্চাল করতে ছোড়া হয়ে কাঁদানে গ্যাস। ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায় বহরমপুরে। পুলিশের সঙ্গে বামেদের ধস্তাধস্তির ছবি দফায় দফায় উঠে আসে সংবাদমাধ্যমে। দীর্ঘক্ষণ এই পরিস্থিতি চলতে থাকে।

ঘটনাটিতে আহত হন বেশ কয়েকজন বাম কর্মী। তাঁদের বহরমপুর মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পাশাপাশি আক্রান্ত হয়েছে পুলিশ অফিসার।

তৃণমূলের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে চলল গুলি!

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: লোকসভা ভোটের আগে দলীয় পদ নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বারুইপুর। যুব তৃণমূল ও মাদার তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে চললো গুলি। গুলিতে জখম মাদার তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক শহিদুল মোল্লা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার বেলেগাছি এলাকায়। আহত শহিদুল মোল্লাকে ভর্তি করা হয়, বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। মঙ্গলবার ও সে ভর্তি আছে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসা চলছে তাঁর। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে।জানা যায়,যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা করিমুল্লা মোল্লা ও মাদার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা শরিফ উদ্দিন মোল্লার মধ্যে বিবাদের জেরে এই ঘটনা। শুধু গুলি নয় চপার দিয়ে তাকে বেপরোয়া ভাবে কোপানোর অভিযোগ।ঘটনাস্থলে যায় বারুইপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

বিভিন্ন দাবিতে আইন অমান্য বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আইন অমান্য কর্মসূচিতে শামিল আইএনটিইউসি। কংগ্রেসের এই শ্রমিক সংগঠনের তরফে এদিন জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভ প্রদর্শনের আগে সংগঠনের কর্মী ও সমর্থকরা মিছিল বের করেন এবং মিছিল টি জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। পরবর্তীতে সংগঠনের তরফে একটি প্রতিনিধি দল দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এর কাছে দাবি পত্র তুলে দেন। অন্যদিকে, বিক্ষোভ কর্মসূচি কে কেন্দ্র করে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে মোতায়ন ছিল প্রচুর পুলিশ।এ বিষয়ে আইএনটিইউসির জেলা সভাপতি রতন কুমার সরকার জানান, 'কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ট্রেড ইউনিয়নের তরফে সম্মিলিতভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন সহ জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে আজ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইএনটিইউসির তরফে আমরা এই কর্মসূচিতে শামিল হয়েছি।শ্রমিকদের স্বার্থ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিঘ্নিত করছে। আমরা সর্বদাই শ্রমিকদের পাশে রয়েছি। জেলাশাসকের অনুপস্থিতিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এর কাছে আমরা আমাদের প্রতিলিপি তুলে দিয়েছি।'

কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল হরিহরপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে সন্দেশখালিতে রাজ্যের প্রশাসনিক সন্ত্রাসের প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিছিল হল। এদিন হরিহরপাড়া গোটা বাজার পায়ে হেঁটে প্রতিবাদ মিছিল করেন কংগ্রেস নেতৃত্বরা। ব্লক কংগ্রেস সভাপতি জাহাঙ্গীর শাহ বলেন, হরিহরপাড়া বাজারে দিবালকে মীর আবুবক্কারকে খুন করা হয়েছে। পাশের গ্রাম ধরমপুরের এক তরুণীকে খুন করা হয়েছে মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হোক। এবং সন্দেশ খালিতে যেভাবে মা বোনেদের প্রতি অত্যাচার করছে শাসক দলের নেতারা তারই প্রতিবাদে প্রতিবাদ মিছিল করা হলো সারা রাজ্যের পাশাপাশি হরিহারপাড়া বাজারে।

এদিন উপস্থিত ছিলেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি জাহাঙ্গীর সাহ সহ অঞ্চল ও ব্লক কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

সন্দেশখালির দোষীদের পিটিয়ে মেরে ফেলা উচিত: বাম নেতা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: "সব দলের জামা পতাকা খুলে সকলে মিলে জোট বেঁধে গিয়ে এদের পিটিয়ে মেরে ফেলা উচিত। একটাকেও বাঁচিয়ে রাখা উচিত নয়"। সন্দেশখালির ঘটনা নিয়ে সিপিএম এর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা অমিয় পাত্রর এমন মন্তব্যে বিতর্ক। তৃণমূলের কটাক্ষ অমিয় পাত্র এক নম্বর হার্মাদ, তাঁর মুখে এমন কথা মানায় না।

সন্দেশখালিতে যেভাবে মহিলাদের উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে তা আমাদের দেশে বা ভূখন্ডে কোথাও রয়েছে তা কল্পনা করা যায়না।

এখন উচিৎ সব দলের জামা পতাকা খুলে রেখে জোট বেঁধে গিয়ে অপরাধীদের পিটিয়ে মেরে ফেলা উচিৎ। এদের একটাকেও বাঁচিয়ে রাখা উচিত নয়। সিপিএম এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অমিয় পাত্রর এমন মন্তব্যে নতুন করে তৈরী হল বিতর্ক। তৃণমূলের কটাক্ষ অমিয় পাত্র নিজেই এক নম্বর হার্মাদ। তাঁর মুখে এমন কথা মানায় না। এদিন সন্দেশখালি কান্ডে অভিযুক্ত শাহজাহান সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার হওয়া সিপিএম এর প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে বাঁকুড়ার জেলা শাসকের দফতরের সামনে আইন অমান্য করে বাম কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্র সংগঠনগুলি। এই কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেওয়া অমিয় পাত্র সন্দেশখালি প্রসঙ্গে বলেন, "রাত বারোটার সময় মেয়েদের ডেকে পাঠানো হচ্ছে এমন ব্যবস্থা কোথাও আছে এটা আমরা ভাবতে পারি না। স্বামীরা জিজ্ঞাসা করতে গেলে বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয় এটা কোনো মানুষ ভাবতে পারে? সব দলের জামা পতাকা খুলে রেখে একসাথে জোটবেঁধে গিয়ে এদের পিটিয়ে মেরা ফেলা উচিৎ। একটাকেও বাঁচিয়ে রাখা উচিত নয়। তাহলেই এই মেয়েরা শান্তি পাবে। ভবিষ্যতে এমন করার কেউ সাহস পাবে না"। এরপরই অমিয় পাত্রর সংযোজন, আর এক মূহুর্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসন ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই।

পঞ্চায়েতে দুষ্কৃতী হানা, প্রধানকে খুনের হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমডাঙ্গা

আপনজন: আমডাঙ্গা পঞ্চায়েতের প্রধান রূপচাঁদ মন্ডল কয়েক মাস আগেই প্রকাশ্যে বোমাবাজিতে খুন হয়েছেন তারপরেও আমডাঙায় প্রধানের উপরে চলছে আক্রমণ হুমকির ঘটনা। পরিস্থিতি একদমই বদল হয়নি দাবি বিরোধী দল বিজেপি ও আইএসএফের।

মঙ্গলবার আমডাঙার সাধনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে হঠাৎ করেই এক দুষ্কৃতী অতর্কিত হানা দেয় অভিযোগ আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে প্রধান অলোক বাগ কাছে দশ হাজার টাকা তোলা চাওয়া হয়। এবং টাকা না দিলে তাকে প্রাণনাশের হুমকি এমনকি রূপচাঁদের উদাহরণ দেওয়া হয়। এই ঘটনার যেরে উত্তাল গোটা আমডাঙ্গা। থমথমে সাধনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি ঘটনাটি আলোচনার মাধ্যমে মিটে গেছে। যদিও এই ঘটনা আদৌ ধামাচাপা দেওয়ার মতো নয় বলেই দাবি করেছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা জয়দেব মান্না সহ অন্যান্য বিরোধীদল। ঠিক কি ঘটেছিল মঙ্গলবার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান হঠাৎ করেই স্থানীয় এক যুবক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রধানের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পরে। জানা যায় প্রধানের কাছে ১০ হাজার টাকা দাবি করে ওই যুবক তার সঙ্গে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র এমনকি তাকে নাকি হুমকি দেওয়া হয় টাকা না দিলে রূপচাঁদের যেমন পরিস্থিতি হয়েছিল তারও সেই হাল হবে। প্রধান অলোকবাবু এব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানাতে রাজি হননি। অলোক বাবু জানান আমডাঙ্গা পঞ্চায়েতের সভাপতি আনিসুর রহমান সহ অন্যান্য দলের নেতৃত্ব মিলে ঘটনাটি মিটিয়ে দিয়েছেন। তবে ঘটনাটি কি আদৌ মিটে যাওয়ার মতন ঘটনা মানতে নারাজ স্থানীয় বাসিন্দারা। পঞ্চায়েতের উল্টোদিকেই একটি মুদি দোকানের ব্যবসায়ী জানান তারা খুবই আতঙ্কিত একই কথা পঞ্চায়েতের নিচে একটি সমবায় সমিতির কর্মরত মহিলার। সকলেই প্রচন্ড আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। দিনে দুপুরে পঞ্চায়েতের মতো জনবহুল এলাকায় কি করে হানা দিল ওই দুষ্কৃতি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কি করেই বা খোদ প্রধানকে হুমকি দিল এতে আশ্চর্য সকলেই। তবে তারা আরো আশ্চর্য সেই দুষ্কৃতিকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ার পরেও নেতাদের সুপারিশে ছেড়ে দেওয়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ধৃত যুবকের নাম মনি তিনি তৃণমূল কংগ্রেসেরই কর্মী। এক ধাপ এগিয়ে বিজেপি নেতা জয়দেব মান্নার দাবি রূপচাঁদের উদাহরণকে সামনে রেখে এভাবেই চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধানদের ওপর। আমডাঙ্গা তৃণমূল কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব এভাবেই প্রধানদের হাতের পুতুল বানিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির খেলায় নেমেছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ব্যাপক ক্ষোভ বিরোধীদের মধ্যে। কি করে এত বড় ঘটনার পরেও সেই দুষ্কৃতী থানা থেকে ছাড়া পেয়ে গেল এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জয়দেব মান্না।

সীমান্তে সোনার বিস্কুট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বনগাঁ

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার দক্ষিণ বঙ্গ সীমান্তের ১৪৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা লক্ষাধিক টাকার সোনা সহ একজন মহিলা পাচারকারীকে আটক করল। বিএসএফ সূত্রে খবর উদ্ধার হওয়া সোনার আনুমানিক বাজার মূল্য ২৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৯৫ টাকা। বিএসএফ সূত্রে খবর আইসিপি পেট্রাপোলের প্যাসেঞ্জার টার্মিনালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ভ্রমনরত যাত্রীদের রুটিন চেকিংয়ের সময় মহিলাটি ধরা পড়ে।

কিষান মোর্চার আইন অমান্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: সন্দেশখালি ঘটনার প্রতিবাদ সহ স্বচ্ছতার সাথে নিয়োগ, দেশের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতা সহ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে সংযুক্ত কিষান মোর্চা ও শ্রমিক সংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে আইন অমান্য জেল ভরো আন্দোলন ঘিরে তুলকালাম। মালদা শহর জুড়ে মিছিল করে প্রশাসনিক ভবন চত্বরে ঢোকার মুখে বামেদের এই মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। এরপর শুরু হয় পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তৃণমূলের জোন ভিত্তিক কর্মশালা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের জোন ভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় গাজোল ব্লক ক্যাম্পাসের অন্নদাশঙ্কর সদনে। গাজোল ব্লক হবিবপুর ব্লক, বামনগোলা ব্লক, ওল্ড মালদা ব্লক নিয়ে একটি জোন গঠন করা হয়। এই জোনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় গাজোল ব্লক ক্যাম্পাসের অন্নদাশঙ্কর সদনে। চারটি ব্লকের সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান উপপ্রধান ও অঞ্চল ভিত্তিক সভাপতি সহ-সভাপতি কর্মী নেতাদের নিয়ে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কর্মীদের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি চেয়ারম্যান সমর মুখার্জী মালদা জেলা মহিলা সভানেত্রী সাগরিকা সরকার গাজোল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীনেশ টুডু গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

সামশেরগঞ্জে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

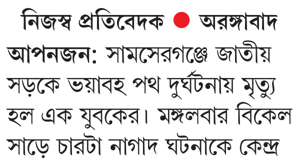

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সামসেরগঞ্জে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর সংলগ্ন পিলকী ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই যুবকের নাম সুলতান শেখ (২২)। তার বাড়ি সামসেরগঞ্জ থানার নতুন জালাদীপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বাসুদেবপুরের দিক থেকে সাজুর মোড়ের দিকে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন সুলতান শেখ নামে ওই যুবক। সে সময় দ্রুতগতিতে আসা একটি লরি বাইকটিকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে ওই যুবক। তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে অনুপ নগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ এবং ডাকবাংলা সাব ট্রাফিক গার্ড পুলিশের কর্মকর্তারা।

বাম শ্রমিক ইউনিয়নের আইন অমান্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: আগামী ১৬ই জানুয়ারি দেশজুড়ে শ্রমিক আন্দোলনের সমর্থনে মঙ্গলবার রাজ্য জুড়ে বাম শ্রমিক ইউনিয়নের আইন অমান্য কর্মসূচী। তারই জেরে দুপুর ২ টো নাগাদ বারাসাত চাপাড়ালি মোড় থেকে মিছিল করে বারাসাত থানায় এসে বিক্ষোভ দেখায় বাম শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মী সমর্থকেরা। বেরিকেট ভেঙে থানায় প্রবেশ করতে গেলে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি হয় বাম কর্মীদের। এর পর বারাসাত থানার পুলিশ বাম কর্মী সমর্থকদের আটক করে পরে নিঃস্বার্থ মুক্তি দেয়।

‘মেসি-রোনালদো এক দলে খেললে সেটা হবে একটা বোমা’: দানি কারভাহাল

আপনজন ডেস্ক: লিওনেল মেসি নাকি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো—প্রায় দুই দশক ধরে ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইটা চলেছে এ দুজনের মধ্যে। দুজনের ভক্ত-সমর্থকেরা তো বটেই, ফুটবলারদেরও বিপাকে পড়তে হয় এ দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে। এবার তেমনই সমস্যায় পড়লেন রিয়াল মাদ্রিদের স্প্যানিশ তারকা দানি কারভাহাল। যিনি শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে মেসি-রোনালদোর কাউকেই আলাদা করতে পারেননি। তবে এ দুজনকে এক দলে খেলতে দেখাটা ‘বোমা’র মতো কিছু হবে বলে মন্তব্য করেছেন কারভাহাল। রিয়ালে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে ৫ বছর খেলেছিলেন কারভাহাল। ২০১৩-২০১৮ পর্যন্ত লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগসহ বেশ কিছু শিরোপাও একসঙ্গে জিতেছেন তাঁরা। অন্যদিকে মেসিকে কারভাহাল পেয়েছেন মূলত প্রতিপক্ষ হিসেবে। যেখানে আর্জেন্টাইন অধিনায়ককে থামিয়ে রাখাই ছিল তাঁর কাজ। সম্প্রতি ভিন্নভাবে দেখা এ দুজনের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নেওয়ার দায়িত্ব পড়েছিল কারভাহালের কাঁধে। তবে কারভাহাল অবশ্য খানিকটা ভিন্ন পথে হেঁটেছেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ‘মেসি বা রোনালদো? আমি দুজনকে এক কাতারেই রাখব। আমি একজনের ওপরে অন্য জনকে রাখতে চাই না। যেকোনো বিবেচনায় তাঁরা দানবীয় এবং একজনকে রেখে অন্যজনকে বাদ দিতে পারব না। আমি মনে করি তাঁরা ভিন্ন ধরনের খেলোয়াড়। মেসি এমন খেলোয়াড় যে নিচে নেমে বল গ্রহণ করতে পারেন এবং আক্রমণ তৈরি করতে পারেন। এরপর তিনি খেলাটিকে এগিয়ে নেন এবং সুযোগও সৃষ্টি করেন।’ এরপর রোনালদো সম্পর্কে কারভাহাল বলেছেন, ‘গোল করা, আক্রমণ এবং ফিনিশিংয়ে রোনালদো একজন দানব। যদি তাঁরা একসঙ্গে খেলেন, তবে সেটা হবে বোমার মতো। আর সেটা দেখাও দারুণ কিছু হবে।’ কারভাহালের এই স্বপ্ন অবশ্য পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। মেসি-রোনালদো এখন দুই ভুবনের বাসিন্দা। মেসি খেলেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। আর রোনালদো খেলছেন সৌদি প্রো লিগের ক্লাব আল নাসরে। ফলে একই দলে তো বটেই, প্রতিপক্ষ হিসেবেও এ দুজনের দেখা হওয়াটার সম্ভাবনাও খুব কম। সম্প্রতি ইন্টার মায়ামি এবং আল নাসর প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হলেও চোটের কারণে সে ম্যাচে খেলতে পারেননি রোনালদো।

দিবানিশি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

অভিজিৎ হাজরা ● আমতা

আপনজন: গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভা কেন্দ্রের আমতা ১ পঞ্চায়েত সমিতির সিরাজবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সোমেশ্বর সন্তোষনগর মৈত্রী সংঘ ময়দানে অনুষ্ঠিত হল দু দিন ব্যাপী দিবানিশি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ২৩ বছর আগে আমতা থানার সন্তোষনগর ন্যাশনাল ক্লাব সর্বপ্রথম আমতার বুকে দিবানিশি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। পরবর্তী সময়ে এই খেলা পরিচালনা করছে সন্তোষনগর স্পোটিং ক্লাব। সেই ধারাবাহিকতা আজ ও অব্যাহত। এবারে ২৪ তম বর্ষে দিবানিশি , লালমোহন ঘোষ ও অনিল কাঁড়ার মেমোরিয়াল উইনার্স ও রানার্স ট্রফি এবং শ্যামলী ধাড়া ও প্রমিলা ধাড়া মেমোরিয়াল উইনার্স ও রানার্স ফরগুড ট্রফি ১৬ দলীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল সোমেশ্বর সন্তোষনগর মৈত্রী সংঘ ময়দানে সন্তোষনগর স্পোটিং ক্লাব এর পরিচালনায়। সোমেশ্বর সন্তোষনগর মৈত্রী সংঘ ময়দানের ৫০ ফুট দূরত্বে একদিক দিয়ে বয়ে গেছে দুঃখের নদ ‘ দামোদর ‘ অপর দিক দিয়ে বয়ে গেছে ‘ রণ ‘ নদী। যা বর্তমানে ‘ মান্দারিয়া ‘ খাল নামে পরিচিত। এই মাঠে দুই দিন ব্যাপী দিবানিশি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় শীত ও প্রচন্ড কুয়াশা কে উপেক্ষা করে ক্রিকেটাররা যেমন তাদের পারদর্শীতা দেখালো অপর দিকে হাজার হাজার দর্শক ও প্রচন্ড শীত ও কুয়াশা কে উপেক্ষা করে খেলা দেখায় মেতে উঠে। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি, আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল, ক্রিকেটের ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডার পিন্টু জয়সোয়াল, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বিমল দাস, আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী বাগ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। চূড়ান্ত পর্বের খেলার শুরুতেই ছোট ছোট শিশুদের নৃত্য ও আতসবাজির বাহার দর্শকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়। চূড়ান্ত পর্বের খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ‘ অলো একাদশ ‘ ও ‘ পি পি মেমোরিয়াল ‘ দলের মধ্যে। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় ‘ পি পি মেমোরিয়াল ‘ বিজয়ী হন।বিজীত হন ‘ অলো একাদশ ‘ ।বিজয়ী দলকে ট্রফি ও ক্যাশ চল্লিশ হাজার টাকা,বিজীত দলকে ট্রফি ও ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এছাড়া চূড়ান্ত পর্বের খেলার দুটি অংশগ্রহণকারী দলের খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত পুরষ্কার ও খেলায় উল্লেখযোগ্য পারদর্শীতার জন্য পারদর্শী খেলোয়াড়দের দেওয়া হয়□বিশেষ পুরস্কার।

মাজিদিয়া একাডেমীর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান। ছবি ও তথ্য - আব্দুস সামাদ মন্ডল

শামার জোসেফই জানুয়ারি মাসের সেরা ক্রিকেটার

আপনজন ডেস্ক: সময় এখন শামার জোসেফের। গত দুই মাসে কী পাননি তিনি! অ্যাডিলেডে টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম বলে উইকেট পেয়েছেন, সেটিও স্টিভ স্মিথের। অভিষেক ইনিংসেই পেয়েছেন ৫ উইকেট। তার আগে ব্যাট হাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংসে ১১ নম্বরে নেমে করেন ৩৬ রান। এরপর ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে চোট নিয়ে বোলিং করে ৭ উইকেট নিয়ে ২৭ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জিতিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। এমন পারফরম্যান্সে স্বীকৃতি হিসেবে জানুয়ারি মাসে আইসিসির সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন জোসেফ। আইসিসি আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে মাসের সেরা ক্রিকেটার হিসেবে জোসেফের নাম ঘোষণা করেছে। জোসেফের সঙ্গে মাস সেরার সংক্ষিপ্ত মনোনয়নে পেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার জশ হ্যাজলউড ও ইংল্যান্ডের ওলি পোপ। হ্যাজলউড জানুয়ারি মাসে টেস্টে নিয়েছেন ১৯ উইকেট। সেটিও মাত্র ১১.৬৩ গড়ে। সিডনি টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়ে পাকিস্তানকে ধবলধোলাই করতে ভূমিকা রাখা অস্ট্রেলিয়ার পেসার অ্যাডিলেডে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে নেন ৯ উইকেট।

পোপ মাত্র একটি টেস্টের পারফরম্যান্স দিয়েই জায়গা পেয়েছিলেন সেরা তিনে। হায়দরাবাদে ভারতের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৯৬ রানের অসাধারণ এক ইনিংস খেলেছিলেন এই ইংলিশ ব্যাটসম্যান। পোপের সেই ইনিংসে ভর করেই ২৮ রানে জয় পায় ইংল্যান্ড।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি পেয়েছেন জোসেফ। সাদা বলের ক্রিকেটে কোচ ড্যারেন স্যামি জানিয়েছেন, জুনের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্যও তাঁকে ভাবা হচ্ছে। এ ছাড়া সুযোগ পেয়েছে পিএসএল, আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টেও। মাস সেরার স্বীকৃতি এসবের সঙ্গে নতুন সংযোজন।

রাসেল-রাদারফোর্ডের রেকর্ড জুটিতে ধবলধোলাই এড়াল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

আপনজন ডেস্ক: সিরিজজুড়ে কী এক রান উৎসবই না দেখা গেল! প্রথম দুটি টি-টোয়েন্টিতে আগে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া পেরিয়েছিল ২০০ রানের গণ্ডি। হোবার্ট ও অ্যাডিলেডে ম্যাচ দুটি জিতে সিরিজও নিজেদের করে নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। পার্থে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য আজকের ম্যাচটি তাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধবলধোলাই এড়ানোর চ্যালেঞ্জ। ক্যারিবীয়রা সেই চ্যালেঞ্জ উতরাতে পারল আন্দ্রে রাসেল আর শেরফেন রাদারফোর্ডের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে। অপ্টাস স্টেডিয়ামে আজ টস জিতে আগে ব্যাট করতে নেমে ৭৯ রানে ৫ উইকেট হারিয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর ষষ্ঠ উইকেটে মাত্র ৬৭ বলে ১৩৯ রানের জুটি গড়েন রাসেল-রাদারফোর্ড, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এই উইকেট জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড। দুজন ভেঙেছেন ২০২২ সালে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে পাপুয়া নিউ গিনির টনি উরা ও নরমান ভানুয়ার ১১৫ রানের রেকর্ড। রাসেল-রাদারফোর্ডের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২২০ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, যা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাদের সর্বোচ্চ। লক্ষ্য তাড়া করে নেমে ডেভিড ওয়ার্নার এবং টিম ডেভিড ছাড়া আর কেউ এই ম্যাচের দাবি মেটাতে পারেননি। রোস্টন চেস-রোমারিও শেফার্ডদের দারুণ বোলিংয়ে স্বাগতিকেরা থামে ৫ উইকেটে ১৮৩ রানে। ৩৭ রানের বড় জয়ে ধবলধোলাই এড়িয়ে অস্ট্রেলিয়া সফর শেষ করল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এবারের অস্ট্রেলিয়া সফর শুরু হয়েছিল টেস্ট সিরিজ দিয়ে। তরুণ শামার জোসেফের বীরত্বে পিছিয়ে পড়েও সিরিজটি ড্র করেছিল ক্যারিবীয়রা। স্টিভেন স্মিথের নেতৃত্বে ওয়ানডে সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজে অবশ্য ধবলধোলাই করে অস্ট্রেলিয়া। আর মিচেল মার্শের নেতৃত্বে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতল ২-১ ব্যবধানে। আগের দুই টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল। তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণ করতে পারেননি সতীর্থ বোলাররা। বল হাতে দুই ম্যাচেই বেধড়ক মার খান আন্দ্রে রাসেল, জেসন হোল্ডাররা। ডেভিড ওয়ার্নারের অর্ধশতকে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ২১৩ ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের শতকের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ২৪১ রানের পাহাড় গড়ে অস্ট্রেলিয়া। পার্থে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতেও টস জেতেন পাওয়েল। এবার নিজেরাই ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। তবে অভিষিক্ত জাভিয়ের বার্টলেটের দারুণ বোলিংয়ে একপর্যায়ে ৭৯ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ধবলধোলাইয়ের শঙ্কা তখন ক্যারিবীয়দের ওপর ভালোভাবেই জেঁকে বসেছিল। কিন্তু রাসেল-রাদারফোর্ড ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড করে গল্পটা বদলে দেন। ৪টি চার ও ৭টি ছক্কায় ২৯ বলে ৭১ রান করে আউট হন রাসেল, রাদারফোর্ড ৫টি করে চার ও ছক্কায় ৪০ বলে অপরাজিত ছিলেন ৬৭ রানে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটাই তাঁদের ক্যারিয়ারসেরা ইনিংস।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের ট্রফি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ানদের উচ্ছ্বাস
টি-টোয়েন্টি সিরিজের ট্রফি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ানদের উচ্ছ্বাসএএফপি

রাসেল-রাদারফোর্ড সবচেয়ে বড় ঝড়টা বইয়ে দিয়েছেন লেগ স্পিনার অ্যাডাম জাম্পার ওপর দিয়ে। ৪ ওভারে ৬৫ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন জাম্পা, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে কোনো অস্ট্রেলিয়ান বোলারের সবচেয়ে খরুচে বোলিং। আগের বিব্রতকর রেকর্ডটা ছিল অ্যান্ড্রু টাইয়ের (৪ ওভারে ৬৪)। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়াকে উড়ন্ত শুরু এনে দিয়েছিলেন ওয়ার্নার। উদ্বোধনী জুটিতে মার্শকে নিয়ে পাওয়ার প্লেতে তুলেছিলেন ৬১ রান। কিন্তু সপ্তম ওভারে মার্শের আউটে এ জুটি ভাঙার পর ৫০ পেরোনো আর কোনো জুটি হয়নি। ওয়ার্নার এক প্রান্তে তাঁর স্বভাবসুলভ ব্যাটিং চালিয়ে গেলেও হার্ডি, ম্যাক্সওয়েল, ইংলিসরা এদিন ব্যাট হাতে ঝড় তুলতে পারেননি। জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রানরেট তাই ক্রমেই বেড়ে চলছিল। সেই চাপ সরাতেই রোস্টন চেসের বলে মিড উইকেটের ওপর দিয়ে ছক্কা মারতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ধরা পড়েন ম্যাচের নায়ক রাসেলের হাতে। ইনিংসটি খেলার পথে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ৩ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন ওয়ার্নার। এরপর টিম ডেভিডের ১৯ বলে ৪১ রানের ইনিংসটা শুধু অস্ট্রেলিয়ার হারের ব্যবধানই কমিয়েছে।

টেস্ট-ওয়ানডেকে আগেই বিদায় বলেছেন ওয়ার্নার। আগামী জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে এই সংস্করণকেও বিদায় বলবেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে এটাই ছিল অস্ট্রেলিয়ার শেষ ম্যাচ। সে হিসেবে ওয়ার্নারও দেশের মাটিতে তাঁর শেষ ম্যাচটি খেলে ফেললেন। তিন ম্যাচে দুই অর্ধশতকে সিরিজের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারটা ওয়ার্নারের হাতেই উঠেছে। তবে ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বকালের অন্যতম সেরা এ ওপেনার পুরস্কারটা উপহার দিয়েছেন এক খুদে ভক্তকে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওয়েস্ট ইন্ডিজ : ২০ ওভারে ২২০/৬ (রাসেল ৭১, রাদারফোর্ড ৬৭*, চেস ৩৭, পাওয়েল ২১, মায়ার্স ১১, চার্লস ৪, শেফার্ড ২*, পুরান ১; বার্টলেট ৪-০-৩৭-২, বেহরেনডর্ফ ৪-০-৩১-১, হার্ডি ৪-০-৩৬-১, জনসন ৪-০-৪৯-১, জাম্পা ৪-০-৬৫-১)।

অস্ট্রেলিয়া : ২০ ওভারে ১৮৩/৫ (ওয়ার্নার ৮১, ডেভিড ৪১*, মার্শ ১৭, হার্ডি ১৬, ম্যাক্সওয়েল ১২, ওয়েড ৭*, ইংলিস ১; চেস ৪-০-১৯-২, শেফার্ড ৪-০-৩১-২, আকিল ৩-০-৩৩-১, রাসেল ১-০-১১-০, জোসেফ ৪-০-৩৮-০, হোল্ডার ৪-০-৪৯-০)।

ফল : ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৭ রানে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ : আন্দ্রে রাসেল।

ম্যান অব দ্য সিরিজ : ডেভিড ওয়ার্নার।

সিরিজ : অস্ট্রেলিয়া ২-১ ব্যবধানে জয়ী।

রাজকোট টেস্টে ছিটকে গেলেন রাহুল

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে রাজকোট টেস্টের আগে আরেকটি দুঃসংবাদ শুনল ভারত। হাঁটুর ব্যথায় তৃতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গেছেন ব্যাটসম্যান লোকেশ রাহুল। কর্ণাটক সতীর্থ দেবদূত পাড়িক্কালকে ডাকা হয়েছে রাহুলের জায়গায়। এই প্রথম টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন পাড়িক্কাল।

ঊরুর চোটে বিশাখাপট্টনমে দ্বিতীয় টেস্টেও খেলতে পারেননি রাহুল। ফিট থাকা সাপেক্ষে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল শেষ তিন টেস্টের জন্য। এর মধ্যে আজ এক বিবৃতিতে বিসিসিআই জানায়, ‘রাহুল ৯০ শতাংশ ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পেয়েছে। তিনি বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমিতে (এনসিএ) চতুর্থ এবং পঞ্চম টেস্টের জন্য ফিট হতে নিজের পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া চালিয়ে যাবে।

এর আগে দলের অন্যতম ব্যাটিং-স্তম্ভ বিরাট কোহলিকে ব্যক্তিগত কারণে সরে দাঁড়ানোয় শক্তি হারায় ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ। এবার রাহুলের ছিটকে যাওয়া দলটির পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলল। এ ছাড়া শ্রেয়াস আইয়ারও চোটের কারণে বাকি তিন টেস্টের এই ১৭ সদস্যের স্কোয়াডে জায়গা পাননি। হায়দরাবাদ ও বিশাখাপট্টনম টেস্টে অবশ্য ব্যাট হাতেও ভালো করতে পারেননি শ্রেয়াস। দলে থাকলেও চোটে আছেন রবীন্দ্র জাদেজাও।

অন্যদিকে রঞ্জি ট্রফিতে নৈপুণ্য দেখিয়েই প্রথমবারের মতো টেস্ট দলে ডাক পেয়েছেন পাড়িক্কাল। কর্ণাটকের হয়ে তামিলনাড়ুর বিপক্ষে আজ শেষ হওয়া ম্যাচে ১৫১ ও ৩৬ রানের ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন পাড়িক্কাল। রঞ্জিতে এ মৌসুমে ৬ ইনিংসে ৯২.৬৬ গড়ে তাঁর রান ৫৫৬। যেখানে তিনি তিনটি সেঞ্চুরি করেছে, সর্বোচ্চ রান ১৯৬। এই ইনিংসটি তিনি খেলেছিলেন পাঞ্জাবের বিপক্ষে।

তৃতীয় টেস্টের ভারত দল: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), যশপ্রীত বুমরা, যশস্বী জয়সোয়াল, শুবমান গিল, রজত পাতিদার, সরফরাজ খান, ধ্রুব জুরেল, কে এস ভরত, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব, মোহাম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ ও দেবদূত পাড়িক্কাল।

রিয়ালে যাওয়া নিয়ে এমবাপ্পের আবার ‘পিছুটান’

আপনজন ডেস্ক: কিলিয়ান এমবাপ্পের দলবদল যেন বহু পর্বের এক ধারাবাহিক নাটক! শুরুটা হয়েছিল ২০২২ সালে। সে সময় মাদ্রিদে বলতে গেলে একটি পা দিয়েই ফেলেছিলেন পিএসজির ফরাসি তারকা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই পা তুলে নেন এমবাপ্পে, থেকে যান পিএসজিতেই।

সবার ধারণা, ধারাবাহিক সেই নাটকের শেষ পর্ব দেখা যাবে এবার। পিএসজির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে মৌসুম শেষে রিয়ালে নাম লেখানোর ব্যাপারে এমবাপ্পে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, এমন খবরই শোনা গিয়েছিল কদিন আগে। কিন্তু নাটক নিয়েছে নতুন মোড়। আবার ‘পিছুটান’ এমবাপ্পের। দ্য অ্যাথলেটিকের খবর, চুক্তি নিয়ে রিয়াল যে প্রস্তাব দিয়েছে, সেটাতে দ্বিমত পোষণ করেছেন এ বিষয় নিয়ে কাজ করা এমবাপ্পের ঘনিষ্ঠ কেউ। ফলে আবার অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে পিএসজি থেকে এমবাপ্পের রিয়ালে যাওয়ার বিষয়ে।

এর আগে অ্যাথলেটিকই খবর দিয়েছিল, রিয়ালের চুক্তিতে কী কী শর্ত থাকবে, তা জানুয়ারির শুরু থেকেই জানতেন এমবাপ্পে। পিএসজির সঙ্গে তাঁর বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩০ জুন। চুক্তি যেহেতু শেষ ছয় মাসের মধ্যে এসে পড়েছে, নিজের দলবদল নিয়ে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ দলের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন এমবাপ্পে। ২০২২ সালে এমবাপ্পেকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, এবারের প্রস্তাবে অর্থ আর সুযোগ-সুবিধার পরিমাণ তার চেয়ে কম। কিন্তু এরপরও এমবাপ্পেই হবেন রিয়ালের সবচেয়ে বেশি বেতনের খেলোয়াড়। এমবাপ্পের এই দলবদলের আলোচনার সঙ্গে যুক্ত একটি সূত্র জানিয়েছে, ২০২২ সালে এমবাপ্পেকে দেওয়া প্রস্তাবে সাইনিং বোনাস ছিল ১৩ কোটি ইউরো। আর বার্ষিক বেতন ছিল ২ কোটি ৬০ লাখ ইউরো।

২৫ বছর বয়সী এমবাপ্পেকে ধরে রাখতে কয়েক মাস আগে পিএসজি তাঁর বেতন ও সুযোগ-সুবিধা অনেক বাড়িয়েছে। তাঁকে দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত—দুই ধরনের চুক্তিরই অপশন দেওয়া হয়েছে। এই সুবিধাগুলো চাইলে এখনো নিতে পারেন এমবাপ্পে। সূত্র বলছে, প্যারিসের ক্লাবটিতে বর্তমানে এমবাপ্পের বার্ষিক বেতন ৭ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। এটা আবার কর-টর কাটার পর এবং বোনাস ছাড়াই।

চলে গেলেন ভারতের সবচেয়ে দীর্ঘজীবী টেস্ট ক্রিকেটার

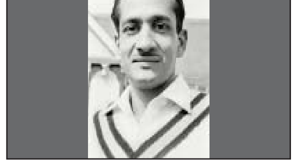

আপনজন ডেস্ক: জীবনের ইনিংস থেমে গেল দত্ত গায়কোয়াড়ের। ভারতের সাবেক অধিনায়ক আজ বরোদায় নিজের বাড়িতে মারা গেছেন। ১৯৫২ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে ভারতের হয়ে ১১টি টেস্ট খেলা দত্তজিরাও কৃষ্ণরাও গায়কোয়াড় মারা গেলেন ৯৫ বছর ১০৯ দিন বয়সে। ভারতের হয়ে যাঁরা টেস্ট খেলেছেন, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি দিন বেঁচে থাকার রেকর্ডটা দত্ত গায়কোয়াড়েরই। বয়সের যে রেকর্ডে গায়কোয়াড় পেছনে ফেলেছিলেন এমজে গোপালনকে। ১৯৩৪ সালে ভারতের হয়ে একটি টেস্ট খেলা গোপালন ২০০৩ সালে ৯৪ বছর ১৯৮ দিন বয়সে মারা যান। দত্ত গায়কোয়াড় মারা যাওয়ায় পর এখন ভারতের সবচেয়ে বেশি বয়সী জীবিত টেস্ট ক্রিকেটার সিডি গোপিনাথ। দত্ত গায়কোয়াড়ের সতীর্থ ৯৩ বছর বয়সী গোপিনাথ ১৯৫১ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে খেলেন ৮টি টেস্ট। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও কোচ অংশুমান গায়কোয়াড়ের বাবা দত্ত গায়কোয়াড়ের টেস্ট অভিষেক ১৯৫২ সালের ইংল্যান্ড সফরে। এরপর আরও ১০টি টেস্ট খেলা ব্যাটসম্যান ১৯৬১ সালে সর্বশেষ টেস্টটি খেলেন পাকিস্তানের বিপক্ষে। ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে পাঁচটি টেস্ট খেলে জাতীয় দল থেকে লম্বা সময়ের জন্য বাদ পড়ে গিয়েছিলেন গায়কোয়াড় সিনিয়র। ছয় বছর পর আরেকটি ইংল্যান্ড সফরে অধিনায়ক হিসেবেই ফেরেন তিনি। পাঁচ ম্যাচের সেই সিরিজে ধবলধোলাই হয় ভারত। ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত হওয়ায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টটি খেলতে পারেননি দত্ত।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**